দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১৩ ॥ ২০ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৭ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে ধ্বংস হচ্ছে উপকারী ব্যাকটেরিয়া : মৎস্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : মানবদেহে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে ধ্বংস হচ্ছে উপকারী ব্যাকটেরিয়া বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার। মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হলো আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি তা আবার পরিবেশে ফিরে যাচ্ছে। এ বিষয় নিয়ে কেউ ভাবছে না, এটা যে ভাববার বিষয় তা আমাদের ঠিক করতে হবে। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে 'বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) জনসচেতনতা সপ্তাহ-২০২৪' উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে নৌপথে পণ্য পরিবহন

স্টাফ রিপোর্টার : বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে নৌপথে পণ্য পরিবহন। দেশের অভ্যন্তরীণ নৌরুটে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে জাহাজ মালিকদের দু'পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। আর এ বিবাদে শ্রমিকরাও জড়িয়ে পড়ছে। জাহাজ মালিকদের এক পক্ষ চায় জাহাজ চলাচলে পুনরায় সিরিয়াল পদ্ধতি চালু হোক। আর অন্য পক্ষ চায় ব্যবসায়ীরা দরকষাকষি করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে নিজেরাই ভাড়া ঠিক করুক। প্রতিযোগিতামূলক দরে পণ্য পরিবহনের সুযোগ পেতে উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা এখন সমর্থন করছে দ্বিতীয় পক্ষকেই। ব্যবসায়ী ও জাহাজ মালিকদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বছরে প্রায় ১০ কোটি টন পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে হ্যান্ডলিং হয়। আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্য, সিমেন্ট তৈরির কাঁচামালসহ নানা শিল্পপণ্য মাদার ভেসেল থেকে লাইটার জাহাজে (ছোট জাহাজ) স্থানান্তর করে অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটে পরিবহন করা হয়। দুই দশক ধরে চট্টগ্রাম থেকে সারা দেশের নানা গন্তব্যে লাইটার জাহাজ পরিচালনা করে আসছে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল বা ডব্লিউটিসি। কিন্তু ওই সেল ভেঙে যাওয়ার পর থেকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতেই জাহাজ ভাড়া কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাসহ নানা গন্তব্যে নৌপথে পণ্য পরিবহন খরচ ২০ শতাংশেরও বেশি কমেছে। এখন নতুন এক নীতিমালাকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। গত ১৫ অক্টোবর প্রণীত ওই নীতিমালায় লাইটার জাহাজের সিরিয়ালভুক্তি, বরাদ্দ ও জাহাজের ভাড়া নির্ধারণের একক দায়িত্ব বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন সেলকে (বিডব্লিউটিসিসি) ন্যস্ত করা হয়েছে। নতুন নীতিমালা অনুসারে, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের ২-এর পাতায় দেখুন

সড়কে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে সভা-সমাবেশ বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট

স্টাফ রিপোর্টার : অনুমতি ছাড়া অবরোধ কিংবা যানবাহন চলাকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মহাসড়কে দুর্ভোগ সৃষ্টি না করার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন রিটটি দায়ের করেন। রিটে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে। পরে রিটকারী আইনজীবী সাংবাদিকদের বলেন, গতকাল সোমবার (১৮ নভেম্বর) তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন করেছিলেন। এমনভাবে যেন জাতীয় মহাসড়ক অবরুদ্ধ এবং দুর্ভোগ সৃষ্টি না হয়। তার আলোকে আন্দোলনকারীরা আগেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে যেন সভা-সমাবেশ বা মানববন্ধন করেন। রিটে জনগণের চলাচলের বিঘ্নকারী সংবিধান লঙ্ঘন করে জনগণের জানমাল ও নিরাপত্তাসহকারে স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলাচলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কোনও সভা-সমাবেশ হলেও যেন সড়কে চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে, সে ২-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দলকে শাস্তির আওতায় আনতে সংশোধন হচ্ছে আইন : আসিফ নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন: আইন মন্ত্রণালয়ের কৈফিয়ত' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আইন উপদেষ্টা বলেন, বুধবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে। এরপর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশের খসড়া উপদেষ্টা পরিষদকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের প্রস্তাব আছে (রাজনৈতিক দলের সাজার সুপারিশ করতে) আদালতকে সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া। তিনি বলেন, খসড়ায় বলা হয়েছে, আদালত যদি মনে করেন তারা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কনসার্ন অথরিটির কাছে সুপারিশ করতে পারেন। কনসার্ন অথরিটি হিসেবে আদালত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ২-এর পাতায় দেখুন

উপদেষ্টা পদমর্যাদার 'হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ' নিয়োগ পেলেন ড. খলিলুর

স্টাফ রিপোর্টার : রোহিঙ্গা সঙ্কট ও সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলি সংক্রান্ত হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ড. খলিলুর রহমানকে নিয়োগ দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা সমস্যা ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলি সংক্রান্ত 'হাই-রিপ্রেজেন্টেটিভ' হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন ড. খলিলুর রহমান উপদেষ্টার মর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। ড. খলিলুর রহমান ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র) কাডারে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের প্রথম নিয়মিত ২-এর পাতায় দেখুন

আদানির চুক্তি পুনর্মূল্যায়নে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হাইকোর্ট। এসব চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করতে কেন উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত। মঙ্গলবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। এর আগে গত ১৩ নভেম্বর বিদ্যুৎ নিয়ে ভারতীয় কোম্পানি আদানি গ্রুপের সঙ্গে হওয়া সব চুক্তি বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম. আবদুল কাইয়ুম । রিটে এই চুক্তিকে দেশের স্বার্থবিরোধী উল্লেখ করা হয়েছে। এরও আগে গত ৬ নভেম্বর বিদ্যুৎ নিয়ে আদানির সঙ্গে সব চুক্তি বাতিলের জন্য সরকারকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান এই আইনজীবী। তিনদিনের মধ্যে চুক্তি পুনর্বিবেচনার কার্যক্রম শুরু না করলে হাইকোর্টে রিট করবেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। এছাড়া লিগ্যাল নোটিশে জ্বালানি ও আইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়ার জন্যও আহ্বান জানানো হয়। পিডিবির

চেয়ারম্যান ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নোটিশের জবাব দিতে তিন দিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, যা পেরিয়ে যাওয়ায় এ রিট আবেদন করা হয়। ২০১৭ সালে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনায় ২-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গুতে ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১০৫২

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময় সারা দেশে এক হাজার ৫২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩৭ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৭১ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৪২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৫১ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪০ জন, ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন চায় কমনওয়েলথ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চায় কমনওয়েলথ। সেজন্য তারা চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারবিষয়ক কমিশনের সঙ্গে নির্বাচন ভবনে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব জানান সংস্থাটির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল লুইস জি ফ্রানচেস্কি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা সবসময় কোনো দেশে আসি শিখতে, শুনতে। আমরা সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা করে থাকি। আমরা সুপারিশ করি, এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা করি। তিনি আরও বলেন, আজকের বৈঠকে আমাদের ভালো আলোচনা হয়েছে কমিশনের সঙ্গে। আমাদের একটি চমৎকার দল এখানে এসেছে সংস্কারের জন্য। সংস্কার বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ কমনওয়েলথের জন্য হবে একটি সফল গল্প। লুইস জি ফ্রানচেস্কি বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে খালেদা-তারেকসহ বিএনপির ২৬ নেতাকে আমন্ত্রণ

স্টাফ রিপোর্টার : আগামীকাল ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দলের ২৬ নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার এটি গ্রহণ করেছেন। শায়রুল কবির খান আরও বলেন, সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসন ২-এর পাতায় দেখুন

শিশু আয়ানের মৃত্যুর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করায় হাইকোর্টের অসন্তোষ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বাড্ডার সাতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনার জন্য অজ্ঞান করা শিশু আয়ান আহমেদের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটি আট মাসেও প্রতিবেদন দাখিল না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে ২০২৫ সালের ১২ জানুয়ারির মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট এ বি এম শাহজাহান আকন্দ মাসুম। ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাড্ডা মাদানী অ্যাভিনিউয়ের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন শিশু আয়ানের ২-এর পাতায় দেখুন

গতকাল মঙ্গলবার কাকরাইল মসজিদের সামনে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনের সড়কে মাওলানা সাদ অনুসারীদের প্রথম ইজতেমা এবং মাওলানা সাদের ইজতেমায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মো. ইউনুস সাথে সাক্ষাতের জন্য তাবলীগ জামাতের সদস্যরা অবস্থান করে।

তিনদিনের মধ্যে আলুর দাম না কমালে ভোক্তার অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার : যেসব কোল্ড স্টোরেজে আলুর মজুত রয়েছে সেগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে বেসরকারি ভোক্তা অধিকার সংস্থা 'কনশাস কনজ্যুমার্স সোসাইটি' (সিসিএস) ও এর যুব শাখা 'কনজ্যুমার ইয়ুথ বাংলাদেশ' (সিওয়াইবি) এর স্বেচ্ছাসেবীরা। আগামী তিন দিনের মধ্যে কোল্ড স্টোরেজে অভিযান চালিয়ে মজুত আলু বাজারে ছেড়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণে না আনলে রোববার অধিদপ্তর ঘেরাও করা হবে বলে জানিয়েছেন সিসিএস-এর নির্বাহী পরিচালক পলাশ মাহমুদ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে কারওয়ানবাজারে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলীম আখতার খান বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে সিসিএস ও সিওয়াইবির ২-এর পাতায় দেখুন

আগামী ২৪ নভেম্বর ঘিরে কী হচ্ছে পাকিস্তানে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরি-ই-ইনসাফ তার মুক্তির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে। এবার তারা নামতে যাচ্ছে চূড়ান্ত আন্দোলনে। এরই অংশ হিসেবে আগামী ২৪ নভেম্বর রাজধানী ইসলামাবাদে বড় ধরনের বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে পিটিআই। পিটিআইয়ের এই কর্মসূচি ঠেকাতে পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে আগামী দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে। এর অধীনে রাজধানীতে পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উসমান আশরাফের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জনশৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে পদক্ষেপের অংশ হিসাবে রাজধানীতে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য জনসভা সহ সকল প্রকার জমায়েত দুই মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। এদিকে, পিটিআই ২৪ নভেম্বর বিক্ষোভের জন্য তাদের কৌশল চূড়ান্ত করেছে। দেশের সব অঞ্চল থেকে ইসলামাবাদে 'ঝড়' তোলার পরিকল্পনা করেছে। সূত্রের বরাতে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, পিটিআই নেতৃত্ব যেকোনো মূল্যে ইসলামাবাদে পৌঁছানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চলে দলের নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পিটিআই প্রতিটি প্রদেশ থেকে গাড়ির বহরের জন্য আলাদা রুট নির্ধারণ করেছে, যার চূড়ান্ত গন্তব্য ইসলামাবাদ। দলটি জানিয়েছে, প্রতিবাদ কর্মসূচি অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহত থাকবে। মূল কমিটির সদস্যরা ইসলামাবাদে অবস্থান কর্মসূচির পরামর্শ দিয়েছেন। পিটিআই নেতারা 'শান্তিপূর্ণ' রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং বাক ২-এর পাতায় দেখুন

VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বুধবার ॥ ২০ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

ডিসেম্বরের মধ্যে ১১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে এডিবি-বিশ্বব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার জানিয়েছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৬০০ মিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দেবে। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে অর্থ মন্ত্রণালয়। এ সময় সংবাদ সম্মেলনে অর্থ সচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানকে সঙ্গে নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনে আসেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। এ সময় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে অর্থ উপদেষ্টাকে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে কী পরিমাণ ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে এমন প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর দেন অর্থ সচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যেসব পলিসি নিচ্ছে এগুলোর ব্যাপারে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক ব্যাপক সমাধান দিয়েছে। আমাদের প্রকৃত যে প্ল্যান ছিল তার থেকে অনেক বেশি টাকা আমরা পাচ্ছি। খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, এরই মধ্যে এডিবির সঙ্গে ৬০০ মিলিয়ন ডলার ঋণের নেগোসিয়েশনে হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের মধ্যে এই অর্থ আমরা পাব। বিশ্বব্যাংকের ৫০০ মিলিয়ন ডলারের একটি ঋণ নেগোসিয়েশন হয়ে গেছে। এটিও ডিসেম্বরের মধ্যে পাব। এই দুটি ঋণের প্রকৃত অংক ছিল ৩০০ ও ২৫০ মিলিয়ন ডলার। তার মানে দুটিই আমরা ডাবল করে পাচ্ছি। অর্থ সচিব বলেন, আমাদের অন্তর্বর্তী সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইএমএফ'র কাছে অতিরিক্ত সহায়তা চেয়েছি। এর মধ্যে এই বছরে আমরা অতিরিক্ত ১ বিলিয়ন ডলার চেয়েছি। আগামী ৪ ডিসেম্বরে আইএমএফ আসবে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত হবে। আমরা আশাবাদী এটা আমরা পাব।

৪০তম এএসপি-ক্যাডেট এসআইদের প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : ৪০তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সহকারী পুলিশ সুপারদের (শিক্ষানবিশ) প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্থগিত করা হয়েছে প্রশিক্ষণরত ৪০তম ক্যাডেট এসআইদের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানও। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জারি করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাজশাহী সারদা বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপালকে এ ব্যাপারে অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিআইজি মহিউল ইসলামের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে বর্তমানে ৩৮তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের ৩ জন এবং ৪০তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের ৬৩ জনসহ মোট ৬৬ জন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার এক বছর মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। আগামী ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সমাপনী কুচকাওয়াজ অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় পরবর্তীতে জানানো হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো। প্রশিক্ষণরত ৪০তম ক্যাডেট এসআইদের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে পুলিশ সদর দপ্তরের অ্যাডিশনাল ডিআইজি, মোছা. শেহেলা পারভীনের সই করা পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা,

৭-এর পাতায় দেখুন

আগে ভুয়া মামলা করতো পুলিশ এখন দিচ্ছে জনগণ: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, 'আগে ভুয়া মামলা করতো পুলিশ। তারা ১০টা নাম আর ৫০টা বেনামি আসামি দিতো। এখন জনগণ দিচ্ছে ১০টা নাম ৫০টা বেনামি।' মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) দুপুরে দামপাড়া পুলিশ লাইন্সের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রামে বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবস্থা এটা আমি মোটামুটি বলব। তবে এখনো সন্তোষজনক নয়। আমরা সন্তোষজনকে আনার চেষ্টা করতেছি। আপনারা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না। কিন্তু কোন সময় ভালো ছিল সেটি আপনারা বলেন না। এবার অন্য বারের চেয়ে ভালোভাবে পূজা হয়ে গেল, এটাও কিন্তু আপনারা একটু কম বলেছেন। আমরা যতটুকু আশা করেছি ততোটুক বলা হয়নি। কিন্তু আরও একটু বেশি করে বলা দরকার ছিল আপনাদের। তিনি বলেন, 'সভায় বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিল, তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কীভাবে আরও উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, এ ব্যাপারে আমি সাংবাদিকদেরও সহযোগিতা চাই। সাংবাদিকদের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব হয় না। বারবার আমি এ কথাটা বলি। সাংবাদিকরা একটু সাহায্য সহযোগিতা করেন পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে।' আন্দোলন পরবর্তী পুলিশের মনোবল প্রসঙ্গে বলেন, পুলিশের যে মনোবল হারিয়েছে সেটি আগের চেয়ে কি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছে না! এটি আস্তে আস্তে বাড়ছে। যেমন ধরেন, আমার মনোবল। কোনো আত্মীয়-স্বজন হারালে সে সময় যে মনোবল সেটি কি দুইদিনে চেঞ্জ হয়? হয় না। একটু সময় লাগে, একটা সময় এসে আমরা ঐসব ভুলে যাই। ঠিক একইভাবে পুলিশের মনোবলের জন্য একটু সময় দিতে হবে। আর আমার কাছে এমন কিছু নেই যে আমি বললে হয়ে যাবে। এটাতো জাদুর মতো না, আমি চাইলাম হাতে চলে আসলো। এটার জন্য তাদের সবাইকে সময় দিতে হবে। আন্দোলন পরবর্তী নির্ধারিত সময়ে যে পুলিশ সদস্যরা যোগদান করিনি তাদের শাস্তি দেওয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, যারা জয়েন করেনি তারা আমাদের চোখে ক্রিমিনাল। তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। যাদের পাওয়া যাচ্ছে দেখেন না তাদের মাঝে মাঝে ধরা হচ্ছে। যারা আসছে না তাদের ধরা হচ্ছে। আপনারও একটু তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন, আমরা ধরে ফেলব। সরকার পতন পরবর্তী হওয়া বিভিন্ন মামলা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আগে ভুয়া মামলা করতো পুলিশ। তারা ১০টা নাম আর ৫০টা বেনামি আসামি দিতো। এখন জনগণ দিচ্ছে

৭-এর পাতায় দেখুন

সামনে ভালো দিন আসবে আদালতে সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : সব দিন তো একরকম যায় না। এই দিনই দিন না। সামনে ভাল দিন আসবে - গতকাল মঙ্গলবার নিউমার্কেট থানার রিমান্ড শুনানিতে সাবেক মন্ত্রী কামরুল ইসলাম এমন মন্তব্য করেন। তার এই মন্তব্য শুনে উপস্থিত আইনজীবীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এসময় কামরুল ইসলাম আরও বলেন, আমার এলাকা কেরানীগঞ্জ। নিউমার্কেট এলাকা আমার অধীনে না। আমি নিজে ওই এলাকার এমপিও না। এ মামলায় আমাকে ৫৬ নম্বর আসামি করা হয়েছে। আমার নামটি হয়তো শেষ মুহূর্তে ভুলে এজাহারে লিখে দেওয়া হয়েছে। আমি ঢাকা বার ও সুপ্রিম কোর্ট বারের আজীবন সদস্য। আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। সরকারের কোনও দায়িত্বেও ছিলাম না। এরপর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আজিজুল হক বলেন, উনি তো সব হত্যাকণ্ডে জড়িত। শেখ হাসিনার সঙ্গে মিটিংয়ে থেকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। একথা শুনে কামরুল

৭-এর পাতায় দেখুন

পুলিশ প্রশাসন-নির্বাচন কমিশন সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচন দিন : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশ প্রশাসন-নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা সংস্কার করে অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, সন্দেহ কিন্তু আপনাদের (অন্তর্বর্তী সরকার) ওপর আসতে শুরু করেছে। আমরা চাই, সরকার সাফল্য অর্জন করুক, তাদের সাফল্য মানে আমাদের সাফল্য। তারা ব্যর্থ হলে আমরা ব্যর্থ হবো। আমরা চাই না , শেখ হাসিনা আবার ফিরে আসুক। আমরা চাই না , আওয়ামী লীগের দুশাসন আবার ফিরে আসুক। মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে '৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ (বিএসপিপি) আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, দেশে গার্মেন্টস শিল্প, রেমিটেন্স, উচ্চ ফলনশীল ধানের সূচনা হয়েছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে। নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করেছিলেন তিনি। কীভাবে আমরা তার অবদান ভুলি? তিনি বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্র একমাত্র রাস্তা। দেশকে ধ্বংসকারীরা তাকে হত্যা করলো। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার পার্লামেন্টারি গভমেন্ট ঘোষণার মাধ্য দিয়েই স্বৈরাচার এরশাদকে সরানো গেছে। শেখ হাসিনা যখন কেয়ারটেকার গভর্মেন্ট বাতিল করলো তখন আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি, কেন পারলাম না? এটা কী সত্য? ১৫ বছর লড়াই-সংগ্রাম করে আমরা তাকে সরাতে পারিনি। তবে ফাইনাল গোলটা কিন্তু ছেলেরা দিয়েছে। এটাতো স্বীকার করতেই হবে আমাদের। তিনি বলেন, আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা, গণতন্ত্রের জন্য স্পেস তৈরি করা। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেইতো আমরা সংস্কারের ৩১ দফা তুলে ধরেছি। এখন নতুন যারা আসছেন তারা একে একজন এক এক কথা বলে

৭-এর পাতায় দেখুন

৫ দাবিতে পদযাত্রা করবে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার বিচার, শহীদ পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ ৫ দাবিতে পদযাত্রা ও সমাবেশের ডাক দিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট। আগামী ২৭ নভেম্বর বেলা ১২ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত এ পদযাত্রা ও সমাবেশ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন জোটের নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের দীর্ঘ শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে এ দেশের ছাত্র-জনতা এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। গণআন্দোলন দমাতে এমন নৃশংস হামলা এবং বর্বরতা নজিরবিহীন। সরকারের হামলা-মামলা- নির্যাতন উপেক্ষা করে বন্দুকের গুলির সামনে

৭-এর পাতায় দেখুন

অনিয়ম ঠেকাতে তৈরি ৫৭ লাখ স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নকল কার্ডে পণ্য বিতরণ রোধে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) অনুযায়ী তথ্য যাচাই করে সুবিধাভোগীদের জন্য ৫৭ লাখ স্মার্ট ফ্যামিলি তৈরি প্রস্তুত করেছে। এর আগে সারা দেশে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করেছিল টিসিবি। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৭ লাখ কার্ড হালনাগাদ করা হয়েছে, তবে ৪৩ লাখ কার্ড এখনও স্থানীয় প্রশাসন যাচাই করতে পারেনি বলে জানান টিসিবির যুগ্ম পরিচালক ও মুখপাত্র মো. হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, একই পরিবারের ফ্যামিলি কার্ড সুবিধাভোগীদের নকল ঠেকাতে হালনাগাদ তথ্য প্রয়োজন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে কবির বলেন, এক কোটি হাতে লেখা কার্ড যখন এনআইডির সঙ্গে একীভূত করা হয়, তখন দেখা যায় কিছু ব্যক্তি একই এনআইডি ব্যবহার করে ঢাকায় একটি কার্ড এবং অন্য একটি কার্ড তাদের নিজ শহরে নিয়েছিল। এ কারণে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন ৪৩ লাখ কার্ড বাদ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে একই পরিবারের একাধিক সদস্য পণ্য পাচ্ছেন। আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে টিসিবি সাশ্রয়ী মূল্যে ঢাকায় পাঁচটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং রাজধানীর

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে শান্তপ্রিয় আন্দোলনকে সমর্থনের কথা জানালেন ম্যাথিউ মিলার

স্টাফ রিপোর্টার : শান্তপ্রিয় আন্দোলনকে সমর্থনের কথা জানালেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। গত সোমবার পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে ভারতীয় এক নারী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন মিলার। প্রেস ব্রিফিংয়ে ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল– আওয়ামী লীগের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সংঘবদ্ধ হামলার আশঙ্কাজনক খবর শোনা যাচ্ছে। নারীদের ওপর হামলা, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, সাংবাদিকদের জেল এবং প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচকরা বলছেন ছাত্রদের ৫ আগস্টের বিপ্লব দেশকে আবারও সেখানে নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে এটির শুরু হয়েছিল। আমরা দেখেছি এ নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের উপ-মুখপাত্র ভেদান্ত প্যাটেল এসবের নিন্দা জানিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে-বাংলাদেশের

৭-এর পাতায় দেখুন

কাকরাইল মসজিদের সামনে সাদপন্থীদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : তাবলিগ জামাতের একাংশের নেতা ভারতীয় মাওলানা সাদকে ইজতেমায় আসতে দেওয়ার দাবিতে কাকরাইল মসজিদের সামনে বিক্ষোভ করেছেন তার সমর্থকরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে হাজার হাজার মুসল্লি মসজিদের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এসময় তারা মাওলানা সাদকে ইজতেমায় আসতে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। জানা যায়, আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব এবং ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে মাওলানা সাদের উপস্থিতি চান তার ভক্তরা। এদিকে মাওলানা সাদকে ঢাকায় আসার অনুমতি না দেওয়ায় সকালে তারা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার মুখে

৭-এর পাতায় দেখুন

নিয়মাতপুরে জলবায়ু সহনশীল পানি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় কর্মশালা

নওগাঁ প্রতিনিধি -মো:রুহুল আমিন শেখ : নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে মঙ্গলবার সকালে, সুইজারল্যান্ড, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও সুইসকন্টাক্ট বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় উপজেলা প্রশাসন, নিয়ামতপুর, নওগাঁ ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র যৌথ আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্নেন্স) এবং জলবায়ু সহনশীল পানি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালার বাস্তবায়ন বিষয়ক এক মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় , উপজেলা নির্বাহী অফিসার,ইমতিয়াজ মোরশেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, টি.এম.এ. মমিন, উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীর কুমার পাল, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ, নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি অফিসার, মোঃ কামরুল হাসান, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়াটারএইড বাংলাদেশ, ইএসডিও'র প্রতিনিধি, উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইউপি সদস্য ও ইউডিসির উদ্যোক্তাগণ। উক্ত কর্মশালায় ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্নেন্স), জলবায়ু পরিবর্তন, পানি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালার বাস্তবায়ন বিষয়ে দলীয় কাজের মাধ্যমে আইন ও নীতি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষৎ করণীয় বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন জলবায়ু পরিবর্তন এখন সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত বিষয়। প্লাস্টিক জাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে জনজীবন অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। এ সংকট মোকাবেলায় আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের উপরেও গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমরা যে পলিথিন ব্যবহার করি তা ব্যবহার শেষে যেখানে সেখানে ফেলার কারণে ড্রেনেজ সিস্টেম নষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আমরা জানি পলিথিন কখনো নষ্ট হয় না, পলিথিনের উপাদান সমূহ বিভিন্নভাবে শরীরে ক্যান্সার নামক মারাত্মক ব্যাধি বাড়াচ্ছে। এখন সময় এসেছে এগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার। আমরা চাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা আরো শক্তিশালীকরণ ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক।

দাবি না মানলে আবারও সড়ক রেলপথ অবরোধের হুঁশিয়ারি তিতুমীরের শিক্ষার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার ক্যাম্পাস ক্লোজডাউন কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। তবে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না আসলে আবারও সড়ক-রেলপথ অবরোধ কর্মসূচিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে কলেজের প্রধান ফটকে সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মতিউর রহমান জয় বলেন, আজকে আমাদের দাবিগুলো নিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টাসহ সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা বসবেন বলে জেনেছি। সেখানে আমাদের প্রতিনিধি দলও থাকবে। এ বৈঠক থেকে দাবি মেনে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পেলে বুধবার বেলা ১১টা থেকে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করা হবে। এদিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা।

৭-এর পাতায় দেখুন

হাত হারানো শিশু নাঈমকে ৩০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের রায় বহাল

স্টাফ রিপোর্টার : ওয়ার্কশপে কাজ করতে গিয়ে হাত হারানো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার শিশু নাঈম হাসান নাহিদকে ৩০ লাখ টাকা 'ফিক্সড ডিপোজিট' করে দিতে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল মঙ্গলবার আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। আদালতে শিশুটির পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার ওমর ফারুক। এর আগে গত ৩১ জানুয়ারি ওয়ার্কশপের কাজ করতে গিয়ে তিন বছর আগে হাত হারানো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার ১৩ বছর বয়সী শিশু নাঈম হাসান নাহিদকে ৩০ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছিলেন, চলতি বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে ১৫ লাখ টাকার ডিপোজিট এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৫ লাখ টাকার ডিপোজিট করতে হবে। ১০ পছর পর নাঈম হাসান নাহিদ ডিপোজিটের টাকা উত্তোলন করতে পারবে। একইসঙ্গে শিশুটি এইচএসসি পাস না করা পর্যন্ত তাকে প্রতি মাসে ৭ হাজার টাকা করে দিতে বলা হয়েছিল। ভৈরবের নূর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের মালিককে এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছিল। এ বিষয়ে জারি করা রুল নিষ্পত্তি করে বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত তৎকালীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় ঘোষণা করেন। আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী ব্যারিস্টার অনীক আর হক ও অ্যাডভোকেট মো. বাকির উদ্দিন ভূইয়া। সঙ্গে ছিলেন, আইনজীবী তামজিদ হাসান। তারা বিনা পয়সায় শিশুটির পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছেন। অন্যদিকে ওয়ার্কশপ মালিকের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, আইনজীবী আবদুল বারেক। আর রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশ গুপ্ত। প্রসঙ্গত, 'ভৈরবে শিশুশ্রমের করুণ পরিণতি' শিরোনামে

৭-এর পাতায় দেখুন

শ্রম ও সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শ্রম ও সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের দাবি করেছে ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন। এ সময় ইউনিয়নের সদস্যরা শ্রম ও সড়ক পরিবহন আইন সংশোধন করে সারা দেশের জন্য একক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাইভেট কার-মাইক্রোবাস চালক, রাইডার, ই-প্লাটফর্ম কর্মীসহ সব শ্রমিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করে তাদের নিয়োগপত্র, কর্মঘণ্টা, চাকরির নিরাপত্তা, ন্যায্যমজুরি, অতিরিক্ত কাজের মজুরি, চাকরির অবসানে ক্ষতিপূরণ, উৎসব ভাতা, ছুটি, দুর্ঘটনায় আজীবন আয়ের মানদণ্ডে ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমাধিকারসমূহ সকলের জন্য নিশ্চিত করার দাবি করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক

৭-এর পাতায় দেখুন

সারদায় প্রশিক্ষণরত আরও ৩ এসআই বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : শৃঙ্খলা ভাঙার দায়ে রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত আরও তিন শিক্ষানবিশ উপ-পরিদর্শককে (এসআই) চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গত সোমবার পুলিশ একাডেমি কর্তৃপক্ষ এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করে বলে জানান বাংলাদেশ পুলিশ সদরদপ্তরের মুখপাত্র এআইজি (মিডিয়া) ইনামুল হক সাগর। তিনি জানান, প্রশিক্ষণ মাঠে শৃঙ্খলা ভাঙার বিষয়ে যথাযথ জবাব দিতে না পারার কারণে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত ২১ অক্টোবর ৪০তম এসআই ক্যাডেট ব্যাচের প্রশিক্ষণরত ২৫২ জনকে এবং ও ৪ নভেম্বর একই ব্যাচের আরও ৫৮ জনকে বরখাস্ত করা হয়। তাদের বিরুদ্ধেও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ ছিল। সব মিলিয়ে এ ব্যাচের ৩১৩ জন প্রশিক্ষণার্থী এসআইকে বরখাস্ত করা হলো। গত

৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) সূচকের পতনে মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এ নিয়ে টানা তিন কার্যদিবস পুঁজিবাজারে সূচকের পতন ঘটেছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। তবে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৫

ডেঙ্গুতে ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে

ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৫ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৪ জন, রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২ জন ও সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) পাঁচজন রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৬৭ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছর ৭৭ হাজার ৭০৫ জন ডেঙ্গুরোগী ছাড়পত্র পেয়েছেন। চলতি বছরের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ৮২ হাজার ১২০ জন। এর মধ্যে ৬৩ দশমিক দুই শতাংশ পুরুষ ও ৩৬ দশমিক আট শতাংশ নারী রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরের এ যাবত ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ৪২২ জন। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

মালয়েশিয়ার সম্ভাবনাময় ১০ খাতে

অর্থনীতির উত্থানের প্রেক্ষাপটে মালয়েশিয়ানদের প্রযুক্তিকে জীবিকার জন্য হুমকি হিসেবে নয় বরং এটি গ্রহণ করা উচিত। এগুলো এমন উপকরণ যা মানুষের সক্ষমতা বাড়াতে, সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে এবং সহযোগিতার পথ খুলে দিতে পারে। পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে, এই খাতগুলো অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ এগুলো সম্মিলিতভাবে মালয়েশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬০ শতাংশে অবদান রাখে এবং দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মীদের মধ্যে ৩১ শতাংশের মতো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়। মালয়েশিয়া এ সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য, ট্যালেন্টকর্প মাইমাহির নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে যা গাইডেন্স ও ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ডস, স্কিলস ম্যাপিং, অ্যান্ড ক্যারিয়ার পাথওয়ে তৈরিতে সহায়তা করবে। এছাড়া, এটি ফিউচার স্কিলস ট্যালেন্ট কাউন্সিল দ্বারা পরিপূরক, যা ইন্ডাস্ট্রি লিডার্সদের, সরকারি সংস্থা এবং একাডেমিক দক্ষতার ঘাটতি মোকাবিলার জন্য একত্রিকরণে কাজ করে। মালয় মেইল জানিয়েছে, ট্যালেন্টকর্পের ছয় মাসে সম্পন্ন হওয়া এক গবেষণায় উঠে এসেছে, আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ১০টি প্রধান খাতে ৬,২০,০০০ চাকরি সৃষ্টি হতে পারে যা দেশজ কর্মীদের ১৮ শতাংশ দক্ষতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মুখোমুখি হবে। এছাড়া অতিরিক্ত ১২ লাখ চাকরিকেও প্রভাবিত করতে পারে যার ফলে মোট ১৮ লাখ কর্মীদের এ পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে প্রয়োজন দক্ষতা বৃদ্ধি। ট্যালেন্টকর্পের গবেষণায় হাইলাইট করা ১০টি প্রধান খাত ছাড়াও মোট ৬০টি নতুন উদীয়মান পেশার তালিকা করা হয়েছে, যার ৭০ শতাংশ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ২০ শতাংশ টেকসই এবং গ্রিন ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া ডেটা ইঞ্জিনিয়ার, সাস্টেইন স্পেশালিস্ট এবং ড্রোন পাইলটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গ্লোবালাইজেশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মালয়েশিয়ার সম্ভাবনাময় এ খাতগুলোতে বাংলাদেশ সুযোগ নিতে পারে বলেছেন দেশটিতে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি গবেষকরা।

তিনদিনের মধ্যে আলুর দাম না

সদস্যরা। স্মারকলিপির সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জেলায় আলুর মজুত রয়েছে এমন কোল্ড স্টোরেজের বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক তালিকা, অধিক মুনাফাখোর মজুতদারদের তালিকা ও কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষিত আলুর তথ্য সরবরাহ করা হয়। এসময় মহাপরিচালককে মৌখিকভাবে তিন দিনের আলটিমেটাম দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিগত ১ মাস ধরে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অসাধু ব্যবসায়ীরা কোল্ড স্টোরেজকেন্দ্রীক কূটকৌশলের মাধ্যমে আলুর বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ভোক্তা সাধারণকে জিম্মি করে ফেলেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত মজুদদাররা আলু সংগ্রহ করে কোল্ড স্টোরেজে রেখেছেন। ওই সময় তাদের আলুর ক্রয় মূল্য কেজি প্রতি ছিল ১৮ থেকে ২০ টাকা। কোল্ড স্টোরেজে রাখার খরচ ৬০ কেজির বস্তাপ্রতি অঞ্চলভেদে ১৮০-৩৪০ টাকা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, কতিপয় মজুদদার, বেপারি, ফড়িয়া (অধিকাংশ ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্সবিহীন) এবং সংশ্লিষ্ট কোল্ড স্টোরেজ ম্যানেজার/মালিক যোগসাজসে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিকভাবে মূল্য বাড়িয়ে আড়তদারদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণকে জিম্মি করে প্রতি কেজি আলু খুচরা পর্যায়ে ৭০-৭৫ টাকা দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, কোল্ড স্টোরেজ পর্যায়ে অবৈধ বিপণন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হিমাগার ম্যানেজার, দলিল ক্রেতা-বিক্রেতা, ফড়িয়া/মধ্যস্বত্তভোগী বেপারির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট/অভিযান জোরদার করে আলুর মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে আনার অনুরোধ জানানো হয়। এর আগে গত সোমবার কোল্ড স্টোরেজে অভিযান চালানোর দাবিতে মুন্সিগঞ্জ, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, কিশোরগঞ্জ, শরীয়তপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, সিলেট ও মৌলভীবাজারে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেয় সিসিএস ও সিওয়াইবির সদস্যরা। জেলাগুলোতে স্মারকলিপি দেওয়ার পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করা হয়।

২ মামলায় খালাস পেলেন সাবেক

অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এ মামলায় অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। নাশকতার মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, আসামিরা ২০১১ সালের ৪ জুন গুলশান থানার মহাখালী ওয়ারলেস গেট পানির ট্যাংকির সামনে রাস্তার ওপর অবৈধ সমাবেশ থেকে পুলিশের কাজে বাধা দেন এবং তাদের আক্রমণ করেন। রাস্তার চলাচলরত গাড়ি ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেন। ২০১৪ সালের ২৯ এপ্রিল মামলাটি তদন্তের পর গুলশান থানার এসআই কামরুল হাসান তালুকদার আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ২০২২ সালের ২৫ এপ্রিল এ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। মামলার বিচার চালাকালীন আদালত ১২ সাক্ষীর মধ্যে সাত জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। গত ২৮ ডিসেম্বর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালত রায় ঘোষণা করেন। এতে আলতাফ হোসেন চৌধুরীর ২১ মাসের কারাদণ্ড দেন আদালত।

ঢাকা মহানগরে তিন দিনের মধ্যে

দুই সিটি করপোরেশন কয়েক দফা অভিযান চালালেও থেমে নেই অবৈধ এসব বাহনের দৌরাত্ম্য।

চট্টগ্রাম বন্দরে চার মাসে ১৬৪৩

করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ২৩টি শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি/অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার সুফল ইতিমধ্যে বন্দর ব্যবহারকারীগণ পেতে শুরু করেছেন। আমদানি পণ্যের কনটেইনার পর্যাপ্ত হলে করাচি-চট্টগ্রাম রুটে ভবিষ্যতে নিয়মিত জাহাজ পরিচালনা করতে মালিকরা আগ্রহী। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সঙ্গে সিঙ্গাপুর ও কলম্বো বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্য আমদানি-রপ্তানি হতো। নতুন রুট চালু হওয়ায় বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। এতে সাশ্রয়ী ব্যয় ও সময়ে উভয় দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে নতুনভাবে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, করাচি বন্দর থেকে লাইনার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রথমবার গত ১১ নভেম্বর এইচআর শিপিং লাইনের অধীনে একটি জাহাজে ৩২৮ কনটেইনার নিয়ে চট্টগ্রাম আসে। ১২ নভেম্বর কনটেইনার খালাস করে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে। জাহাজটি মূলত দুবাইয়ের জেবল আলী বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে করাচি বন্দর হয়ে চট্টগ্রাম আসে। জাহাজটির সাধারণ রাউন্টিং হচ্ছে দুবাই জেবল আলী- করাচি-চট্টগ্রাম-ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া-মুন্দা (ভারত)-দুবাই। তিনি বলেন, গত তিন মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে ৮ লাখ ৩০ হাজার ৫৮২ টিইইউস কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে। যা বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭৬ হাজার ৯৮৬ টিইইউস বেশি, প্রবৃদ্ধি ১০ দশমিক ২২ শতাংশ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বন্দরের সদস্য মো. হাবিবুর রহমান, শহীদুল আলম, কমডোর এম ফজলার রহমান প্রমুখ।

সাবেক পুলিশ প্রধানসহ ৮ জনকে

মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুলিশের সাবেক ১৭ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। গত ৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের কয়েকশ' অভিযোগ এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও প্রসিকিউশন অফিসে জমা পড়েছে। ১৭ অক্টোবর শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়।

আগামী ২৪ নভেম্বর ঘিরে

ও প্রতিবাদের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকারের উপর জোর দিয়েছেন। পিটিআই-এর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা একটি বিবৃতি অনুসারে, ২৪ নভেম্বরের বিক্ষোভ দলের সদস্যদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। পিটিআই নেতা ইমরান খানের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এটি সিদ্ধান্তের দিন হবে, যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কে আমার দলে থাকবে এবং কারা থাকবে না।" পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ২৪ নভেম্বর দেশব্যাপী আন্দোলনের 'চূড়ান্ত ডাক' দিয়ে বলেছেন, "চুরি হওয়া ম্যান্ডেট, অন্যায় গ্রেপ্তার এবং ২৬তম সংশোধনীর (তার ভাষায় 'একটি স্বৈরাচারী শাসনকে শক্তিশালী করেছে) বিরুদ্ধে ২৪ নভেম্বর হবে চূড়ান্ত প্রতিবাদ।"সোমবার আদিয়ালা কারাগারে ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এ তথ্য জানান তার বোন আলিমা খান। তিনি বলেন, ইমরান খান শুধু দলের লোকজনকেই নয়, সব পাকিস্তানিকে ২৪ নভেম্বর রাজপথে নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। আদিয়ালা কারাগারের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আলিমা খান আরও বলেন, "ইমরান খান বলেছেন, 'আজ, আমি পুরো জাতিকে ২৪ নভেম্বর রাস্তায় নামার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এটা শুধু পিটিআইয়ের ইস্যু নয়, (বরং) এটা প্রত্যেক পাকিস্তানির বাক স্বাধীনতার ইস্যু।" কারাবন্দি এই নেতা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্লক এবং ভিপিএনের ব্যবহার সীমিত করার জন্য সরকারের চলমান প্রচেষ্টার নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, সরকারের এই পদক্ষেপগুলো বাক স্বাধীনতাকে দমন করার এবং যোগাযোগ সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টার অংশ। ইমরান খান বলেছেন, "সরকার এর এক্স (সাবেক টুইটার) বন্ধ করে রেখেছিল। আর এখন এমনকি ভিপিএনের ব্যবহার সীমিত করা হচ্ছে। মানুষ তথ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইন্টারনেট বন্ধের কারণে পাকিস্তান বিলিয়ন বিলিয়ন লোকসান করেছে। এটা জনগণের অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত।" পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা সরকারের বিরুদ্ধে অবৈধ আটকের মাধ্যমে তার সমর্থকদের টার্গেট করার অভিযোগ করেছেন। ইমরান খান বলেছেন "আগে তারা সন্ত্রাসের নামে মানুষকে অপহরণ করত। এখন, তারা জাতীয় নিরাপত্তার ছদ্মবেশে এটা করে, সন্ত্রাসীদের পরিবর্তে রাজনৈতিক কর্মীদের তুলে নেয়।" "আলোচনার পরিবর্তে আমরা আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার দেখতে পাচ্ছি।" এদিকে, ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি পিটিআই সমর্থকদের আগামী ২৪ নভেম্বরের বিক্ষোভকে ইমরান খানের মুক্তির লড়াইয়ের পরিবর্তে দেশের ভবিষ্যতের লড়াই হিসেবে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। বুশরা বিবির একটি অডিও রেকর্ড ফাঁস হয়েছে। সেখানে তাকে বিক্ষোভের বিষয়ে দলীয় কর্মীদের নির্দেশনা দিতে দেখা গেছে। ডিও বার্তায় বুশরা বিবি পিটিআই কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের ভিডিও রেকর্ডিং করার জন্য। তিনি বলেন, "ভিডিওতে আপনারা পিটিআই সদস্য ও সাধারণ জনগণ উভয়কেই দেখান। সাধারণ মানুষকে অবশ্যই জড়িত করতে হবে; এটি কেবল দলীয় কর্মীদের জন্য নয়।" তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন, প্রতিবাদের সময় ইন্টারনেট বন্ধ থাকলে যোগাযোগ বজায় রাখতে ও পিটিআইয়ের বার্তা জনগণের কাছে পৌছানো নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা উচিত। বুশরা বিবি সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে কমর্কতাদের বলেন, 'আপনারা ইউটিউবার ও সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েনশারদেরকে জনসাধারণকে অবগত রাখতে বিক্ষোভের লাইভ ফুটেজ ক্যাপচার করতে এবং শেয়ার করতে বলেন। আমাদের বার্তাগুলো ব্যাপকভাবে ও দ্রুত শেয়ার হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি কর্মীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কেউ আহত হলে তাকে তাদের নিজ নিজ এমএনএ বা এমপিদের মাধ্যমে চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। কোনো কর্মী আহত হলে তাদের পরিবারকেও সহায়তা করতে হবে বলে নেতাকর্মীদের বলেন বুশরা বিবি। বুশরা বিবি আরও বলেন, ভিডিও প্রমাণ না পাওয়া গেলে কোনো অজুহাত গ্রহণ করা হবে না। তিনি এই বিক্ষোভকে শুধু ইমরান খানের মুক্তির জন্য নয়, জাতির ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটিকে দেশের সম্মান ও অখণ্ডতার লড়াই বলে অভিহিত করেছেন। অডিও রেকর্ডিয়ের সবশেষে বুশরা বিবিকে বলতে শোনা যায়, 'একজন সত্যিকারের মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি যে তার নেতা এবং তার দেশের প্রতি অনুগত থাকে।"

পিটিআই নেতা ইমরান খান তার দল ও সমর্থকদের জন্য ২৪ নভেম্বরের কর্মসূচিতে একটি 'অগ্নিপরীক্ষা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি দেশের আইনজীবী সম্প্রদায়, সিভিল সোসাইটি এবং প্রবাসী সমর্থকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে প্রধান বিরোধী দল পিটিআইয়ের কর্মসূচি মোকাবেলায় ব্যাপক নিরাপত্তা পদক্ষেপ নিয়েছে। সব মিলিয়ে আগামী ২৪ নভেম্বর পাকিস্তানে কী ঘটতে চলেছে তা নিয়ে দেশজুড়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে খালেদা

বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দলের ২৬ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

শিশু আয়ানের মৃত্যুর তদন্ত

বাবা শামীম আহমেদ। সেখানে তাকে অস্ত্রোপচারের আগে অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করা হয়। পরে ৭ জানুয়ারি দিবাগত রাত ১১টা ২০ মিনিটে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করে। এই হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিল শিশু আয়ান। জানা গেছে, শিশুটিকে অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করেন ডা. সাব্বির আহমেদ। আর সার্জারি করেছেন ডা. মেহজাবীন। পরে শিশু আয়ান আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। রিটে শিশু আয়ানের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের চিকিৎসা সনদ বাতিল ও ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়। গত ৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শাহজাহান আকন্দ মাসুম জনস্বার্থে এ রিট দায়ের করেন। ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০ ফেব্রুয়ারি শিশু আয়ান আহমেদের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে নতুন কমিটি গঠন করে দেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। তখন আদালত বলেছিলেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের কমিটির রিপোর্ট আমাদের মনোপূত হয়নি। আমরা পাঁচ সদস্যের নতুন কমিটি করে দিচ্ছি। কমিটিতে তিন জন চিকিৎসক, দুই জন সিভিল সোসাইটির ব্যক্তি ও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে রাখা হয়। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে আয়ানের মৃত্যুর পুরো ঘটনা তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. এ বি এম মাকসুদুল আলমকে এ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়।

বাংলাদেশে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন চায়

২ দশমিক ৭ বিলিয়ন মানুষ রয়েছে কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশে, যাদের ৬০ শতাংশ হচ্ছে ৩০ বছরের। তারা সর্বদা অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মনে করি, এটি একটি শিক্ষা হতে পারে। তিনি বলেন, আমরা অন্য দেশ থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সহায়তা করতে পারি এবং বাংলাদেশও অন্য দেশকে একইভাবে সহায়তা করতে পারে। আমি মনে করি, অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনই হচ্ছে লক্ষ্য, যেখানে জনগণের মতামতের প্রতিফলন হবে। সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে কমনওয়েলথের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, না, এটি আসবে সংস্কার কমিশনের কাছ থেকে। আমরা তাদের সহায়তা করতে পারি। আমরা সমস্যা সমাধানের জন্য আসিনি। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, কমনওয়েলথ ডেলিগেশন আলাপ করতে এসেছে। তারা আমাদের সহায়তা করতে আগ্রহী। আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে মতামত আদান-প্রদান হয়েছে। তারা চাচ্ছে, আমাদের দেশে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক। এবং এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে তারা সহায়তা করতে চান। এ আগ্রহ ও উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসেছে। তিনি আরও বলেন, আমরা যতি চাই, তারা সহায়তা করবে। কোনো প্রেসক্রিপশন নিয়ে তারা আসেননি। কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আসেনি। সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করতে কমনওয়েলথের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল যায় নির্বাচন ভবনে।

আদানির চুক্তি পুনর্মূল্যায়নে উচ্চ

আদানির সঙ্গে তাড়াহুড়া করে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি হয়। ওই সময় দেশে আমদানি করা কয়লানির্ভর কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়নি। এসব চুক্তির একটি ২০১৭ সালে আদানির সঙ্গে করা ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ঝাড়খণ্ডে আদানির ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে মূলত বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপদেষ্টা পদমর্যাদার 'হাই

বিসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে তিনি আমেরিকান এক্সপ্রেস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকে নির্বাহী পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮০-৮৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টাফটস ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন ও আইন ও কূটনীতিতে এমএ এবং অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৩-৮৫ সময়কালে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ সালে তাঁকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে বদলি করা হয়। সেখানে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কমিটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির (এলডিসি) মুখপাত্র হিসেবে এই কমিটি ও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে দায়িত্ব পালন করেন। ড. রহমান ১৯৯১ সালে জেনেভায় জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে (আঙ্কটাড) বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে জাতিসংঘ সচিবালয়ে যোগ দেন। জাতিসংঘে পরবর্তী ২৫ বছরে তিনি নিউইয়র্ক ও জেনেভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন, যার মধ্যে ছিল জাতিসংঘ মহাসচিবের নির্বাহী কার্যালয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রধান; জাতিসংঘ মহাসচিবের উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তি গ্রুপের নির্বাহী সচিব; আঙ্কটাড-এর প্রযুক্তি বিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষণ গ্রুপের প্রধান; জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আঙ্কটাড ব্যুরো প্রধান; জাতিসংঘ সচিবালয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলির কর্মসূচির প্রধান; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অশুল্ক বাধা সংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্তঃসংস্থা গ্রুপের চেয়ার; এবং বিশ্ব বাণিজ্যের নতুন ও গতিশীল খাতগুলোর কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়কারী। ২০০১ সালে ড. খলিলুর রহমান তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করেন। ড. খলিলুর রহমান রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনৈতিক দলকে শাস্তির আওতায়

নির্বাচন কমিশনের কাছে সুপারিশ করতে পারেন জানিয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, তবে এসব বিষয় খসড়ায় বলা নেই। গত ১০০ দিন আইন মন্ত্রণালয়ে কী কী কাজ হয়েছে, সেসবের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে আইন উপদেষ্টা বলেন, গত ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত দায়ের হওয়া প্রায় সব ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ৯০ হাজার থেকে এক লাখ আবেদন যাচাই-বাছাই করে ৪৩০০ জন আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

সড়কে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে সভা

বিষয়েও নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিটকারী আইনজীবী।

ভাড়া নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে বিশৃঙ্খল

সুপারভাইজরি কমিটি এ সেলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে। নীতিমালার শর্ত অনুযায়ী বিডব্লিউটিসিসির বরাদ্দ ছাড়া কোনো লাইটার জাহাজ বাংলাদেশের কোনো সমুদ্রবন্দরে আসা মাদার ভেসেল (বড় জাহাজ) থেকে পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারবে না। তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে, যেসব ফ্যাক্টরি ও গ্রুপ অব কোম্পানির নিজস্ব লাইটার জাহাজ রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠান নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের অব্যাহতিপত্র পাওয়া সাপেক্ষে নিজস্ব জাহাজে পণ্য পরিবহন করতে পারবে। এছাড়া ব্যবসায়ীরা ভাড়া করা জাহাজ দিয়ে তাদের বহর বাড়াতে পারবেন না অথবা তাদের বহরে থাকা কিন্তু কারখানার নামে নিবন্ধিত নয় এমন জাহাজে পণ্য পরিবহন করতে পারবেন না। সূত্র জানায়, নতুন ঘোষিত বেসরকারি ওই সেল জাহাজ বরাদ্দের নির্ধারিত কার্যক্রম চট্টগ্রামের লাইটার জাহাজ মালিকদের সংগঠনের বিরোধিতার কারণে শুরুই করতে পারেনি। আমদানিকারক ব্যবসায়ীরাও ওই নীতিমালার বিরোধিতা করেছেন। ব্যবসায়ীদের মতে, যেসব জাহাজ মালিকদের একটি পক্ষ আগের মতো নদীপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতো, তারা এখনো তা বহাল রাখতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ওই নীতিমালার কারণে আমদানি হওয়া পণ্য নৌপথে পরিবহনে প্রতিযোগিতামূলক দর থেকে ব্যবসায়ীরা বঞ্চিত হবেন। জাহাজের সিরিয়াল ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনে এককভাবে একটি সংগঠনকে কর্তৃত্ব দেয়ার অর্থ হলো পুরনো সিন্ডিকেশন ফিরিয়ে আনা। জাহাজ মালিকদের এ বিরোধে এখন জড়িয়ে পড়ছে শ্রমিকরাও। সিরিয়াল প্রথা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে ইতিমধ্যে চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সূত্র আরো জানায়, প্রতিযোগিতামূলক ভাড়ায় সময়মতো পণ্য হাতে পাওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীদের রয়েছে। এছাড়া এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি ভোক্তার স্বার্থও জড়িত। তাই আমদানিকারক ও জাহাজ মালিকদের দরকষাকষির ভিত্তিতে জাহাজের ভাড়া নির্ধারণ হওয়াটাই যৌক্তিক পথ। কোনো একটা সংস্থার নিয়ন্ত্রণে চাপিয়ে দেয়ার ফর্মুলাটি পণ্য পরিবহন ব্যয়কে বাড়িয়ে দেবে, যেটি কোনো ব্যবসাবান্ধব পদক্ষেপ হতে পারে না। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্য নিয়ে আসা জাহাজের প্রায় অর্ধেকই খোলা পণ্যবাহী (বাল্ক)। বাল্ক ক্যারিয়ারে আসা চাল, ডাল, গম, ছোলা, চিনি, সিমেন্ট ক্লিংকার, কয

অনিয়ম ঠেকাতে তৈরি ৫৭ লাখ

বাইরে চারটি পণ্য বিক্রি করবে বলেও জানান তিনি। এ লক্ষ্যে টিসিবি প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। রমজানে পণ্যের কোনো সংকট হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন হুমায়ুন কবির। ভজ্যতেল, মসুর ডাল ও চিনি সারা বছরই ট্রাকে করে বিক্রি হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, রমজানে ঢাকায় ছোলা ও খেজুর বিক্রি হবে। রাজধানীর বাইরে আরও তিনটি পণ্যের তালিকায় যুক্ত হবে ছোলা। এসব পণ্য ক্রয়ে দরপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা হবে। ডিলারদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং নতুন ডিলার নিবন্ধন বর্তমানে স্থগিত রয়েছে, কারণ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও আসেনি। তিনি জানান, গণমাধ্যম ও টিসিবির ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নতুন ডিলার নিয়োগ করা হবে। রাজনৈতিক ও সরকার পরিবর্তনের কারণে টিসিবির মনিটরিং প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

৫ দাবিতে পদযাত্রা করবে গণতান্ত্রিক

দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য ছাত্র-জনতা। এ আন্দোলনে অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছে ২০ হাজারের অধিক মানুষ। ছাত্র জোটের দাবিগুলো হলো– ১. অবিলম্বে গণহত্যায় জড়িতদের বিচার, শহীদ পরিবারগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা, আহতদের সুচিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ২. ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের পাঁয়তারা বন্ধ করে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। ৩. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য আর্মি রেটে রেশন দিতে হবে, সিন্ডিকেট এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে ৪. শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশি হামলা বন্ধ করা, গার্মেন্টস শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-বোনাস পরিশোধ করে গার্মেন্টস শ্রমিক হত্যার বিচার করতে হবে। ৫. পুনর্বাসন ছাড়া রিকশা শ্রমিকদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের সমন্বয়ক ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি সালমান সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রাগীব নাঈম, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি দিলীপ রায়, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি ছায়েদুল হক নিশান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মিতু সরকার, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অঙ্কন চাকমা এবং বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলনের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) তাওফিকা প্রিয়াসহ জোটের নেতারা।

হাত হারানো শিশু নাঈমকে ৩০ লাখ

২০২০ সালের ১ নভেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন ছাপা হয়। প্রতিবেদন অনুয়ায়ী, তখন নাঈম হাসানের বয়স ১০ বছর। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তো। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার আড়াইসিধা গ্রামে। তার বাবা আনোয়ার হোসেনের পেশা জুতা ব্যবসা। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর সময়ে আনোয়ার কর্মহীন হয়ে পড়েন। এ সময় সংসারের চাপ সামলাতে নাঈমকে তার মা-বাবা কিশোরগঞ্জের ভৈরবের একটি ওয়ার্কশপে কাজে দেন। এই ওয়ার্কশপে কাজ করতে গিয়েই তার ডান হাতটি মেশিনে ঢুকে যায়। শেষে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় ডান হাতটি। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি যুক্ত করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শিশুটির বাবা হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ওই বছরের ২৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রুল দেন। রুলে শিশুটিকে দুই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। একইসঙ্গে ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনা নিজ কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা দিয়ে অনুসন্ধান করতে কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রুলের শুনানি শেষে রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। পরে সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল।

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন

লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৬১টি কোম্পানির, কমেছে ১৩৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২১টির। দিন শেষে সিএসইতে ১১ কোটি ১০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

বাংলাদেশে শান্তপ্রিয় আন্দোলনকে

অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে আপনার কী কোনও কথা হয়েছে? জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আলাদাভাবে কী কথা হয়েছে সেটি আমি এখানে বলব না। তবে আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে স্পষ্ট করেছি, যেমনটা আমরা বিশ্বের সব দেশের কাছেই করি যে, আমরা শান্তপ্রিয় আন্দোলনকে সমর্থন করি এবং চাই না সরকার কোনোভাবে শান্তি-প্রয় আন্দোলনে সহিংস দমনপীড়ন চালাক। এরপর ওই ভারতীয় সাংবাদিক বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দেওয়ার উদ্যোগের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন, যখন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ বাড়ছে। এ বিষয়ে আপনাদের কিছু বলার আছে কি? জবাবে মিলার বলেন, তিনি বিষয়টির নোট রাখছেন। এ বিষয়ে তাদের কিছু বলার আছে কিনা তা দেখবেন তিনি।

মেজর জলিলের দেশপ্রেম আমাদের

ইসলাম। জাতীয় ছাত্র সমাজের আহ্বায়ক মারুফ ইসলাম তালুকদার প্রিন্স, সদস্য সচিব আরিফ আলী প্রমুখ।

আরও কাছাকাছি বাংলাদেশ-পাকিস্তান

পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের নৈকট্যের কারণে নয়াদিল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপরও এর প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি জাহাজের নোঙর পাকিস্তানের করাচি থেকে ছেড়ে আসা 'এমভি ইউয়ান জিয়ান ফা ঝং' নামের ওই জাহাজটি গত ১৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পণ্য খালাস হয়ে গেলে পরদিনই জাহাজটি বন্দর ত্যাগ করে। 'দুবাই টু চট্টগ্রাম' রুট ধরে আসা জাহাজটির পরবর্তী গন্তব্য ইন্দোনেশিয়া। নতুন এই সার্ভিসটি চালু করেছে দুবাইভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জাহাজটি পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পণ্য নিয়ে এসেছিল, যার মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান পোশাক শিল্পের কাঁচামাল এবং মৌলিক খাদ্য সামগ্রী রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং কমেছে ৯১ হাজার ৭১১ টিইইউস পাকিস্তানি পণ্যগুলো এর আগে বাংলাদেশে পরিবহনের আগে সাধারণত শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুরে ফিডার ভেসেলে স্থানান্তর করা হতো। তবে গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকার পাকিস্তানি পণ্যের আমদানি বিধিনিষেধ শিথিল করে। এদিকে সরাসরি সামুদ্রিক সংযোগের উদ্বোধনকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পাকিস্তানের সাথে দৃঢ়? সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ঢাকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আহমেদ মারুফ সরাসরি এই শিপিং রুটটিকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য "বড় পদক্ষেপ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই রুটটি "উভয় দিকের ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগের উন্মোচন করবে" বলেও মারুফ জানিয়েছেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বহু বছর দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য হতো না। পরবর্তীতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হলেও পাকিস্তান থেকে সাধারণত সরাসরি পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রামে আসতো না। সেদেশের পণ্যবাহী জাহাজ প্রথমে শ্রীলঙ্কায় কন্টেইনার খালাস করতো। এরপর জাহাজ বদল করে সেসব কন্টেইনার বাংলাদেশে আসতো। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে দুই দেশের মাঝে শীতল সম্পর্ক ছিল। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সীমিত হতে থাকে। তখন নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা অধিকাংশ পণ্য "লাল তালিকাযুক্ত" করে এনবিআর। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানের অনুরোধে গত ২৯ সেপ্টেম্বর লাল তালিকা থেকে মুক্ত হয়েছে দেশটির সব ধরনের পণ্য। তবে শুধু এক্ষেত্রেই না, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নয়নে আরও অনেক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে অধ্যাপক ইউনুস ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের মধ্যে বৈঠকের ঘোষণায়ও উল্লেখ করা হয় যেড় দুই দেশই বিভিন্ন স্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করেছে। আর এসবের মাঝে নতুন করে এই জাহাজ ভেড়ানোর খবর দুই দেশের সম্পর্কের উষ্ণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ১৯৭১ সালের পর থেকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এদিকে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করলেও শেখ হাসিনা বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশকে ভারতের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নয়াদিল্লির সহায়তার কথা উল্লেখ করে ভারতও বাংলাদেশিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন রাখার দাবি করে থাকে। গত আগস্টে ছাত্র-জনতার ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার ভারতের নেহেরু-গান্ধী পরিবারের সাথেও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতেন। এমনকি নয়াদিল্লির সাথে তার সম্পর্ক তাকে গত ৫ আগস্টে ভারতে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লিতে আশ্রয়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের পর নয়াদিল্লির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হাসি-নার ক্ষমতাচ্যুতি ও ভারতে পলায়ন হাসিনা বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তার দল ও পরিবারের অবদান থেকে রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু দেশজুড়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছেড় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকারীদের রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করার কৌশল আর কোনো কাজই করেনি। মূলত শেখ হাসিনা যখন গত জুলাই মাসে বিক্ষোভকারীদের "রাজাকার" হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন, তখন তার এই কৌশল বিপরীতমুখী ফল দিয়েছিল। আর সেটি দেশকে জর্জরিত বাস্তব সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্বেগের মধ্যেও ক্ষোভের দিকে নিয়ে যায়। ভারতীয় আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন শেখ হাসিনা এছাড়া নয়াদিল্লির প্রতি "নতজানু" হওয়ার জন্য হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশিদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নয়াদিল্লির সঙ্গে হাসিনার "অতি ঘনিষ্ঠ" সম্পর্কের জন্য বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভও ছিল। অনেকে মনে করতেন, বাংলাদেশের বিষয়ে ভারত খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে এবং হাসিনার প্রতি প্রকাশিত ক্ষোভকে "ভারত-বিরোধী" মনোভাব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সংখ্যালঘু নিয়ে বাংলাদেশে সর্বদাই একটি আখ্যান বা বর্ণনা বিরাজমান আছে। আর সেটি ১৯৭১ সালের ঘটনাকে মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নয় বরং মুসলিম জাতির ট্র্যাজেডি এবং দেশভাগের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। ঢাকায় হাসিনা-পরবর্তী সরকার ব্যবস্থায় ইসলামপন্থি জামায়াতে ইসলামীর শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে। আর এই সব বিষয়ই বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হাত প্রসারিত করার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে আদর্শ পরিস্থিতি গড়ে তুলেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দেখিয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং ড. ইউনূস গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি বলেছেন, "আমাদের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সামুদ্রিক সংযোগ অপরিহার্য"। একইসঙ্গে বিভিন্নখাতে সহযোগিতা বাড়াতে পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি "নতুন পৃষ্ঠা" খোলার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া ভারতে পালিয়ে থাকা ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনার প্রত্যর্পণও চাইছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ৭৭ বছর বয়সী সাবেক এই স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে এবং তাকে গণহত্যা, হত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঢাকার আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে।

ড. ইউনূস বলেছেন, ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ-বিক্ষোভের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন চালানোর দোষী ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করা নিশ্চিত করার দিকে তার সরকার মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। গণঅভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয় ৮ আগস্ট। এই সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে গত রোববার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ৮৪ বছর বয়সী ড. ইউনূস বলেন, তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রধান প্রসিকিউটর করিম খানের সাথে কথা বলেছেন। আমরা ভারত থেকে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসকের প্রত্যর্পণ চাইব বলেও জানান তিনি। এর আগে এই মাসের শুরুতে হাসিনার সরকারের পলাতক নেতাদের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের "রেড নোটিশ" অ্যালার্ট জারির অনুরোধ করে বাংলাদেশ। মূলত পলাতকদের সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সতর্কতার জন্য বিশ্ব পুলিশ সংস্থা কর্তৃক রেড নোটিশ জারি করা হয়ে থাকে। ভারত ইন্টারপোলের সদস্য, কিন্তু রেড নোটিশের অর্থ এই নয় যেড় নয়াদিল্লিকে হাসিনাকে হস্তান্তর করতে হবে। অবশ্য সদস্য দেশগুলো "কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আইন প্রয়োগ করতে পারে"। ভারতের ওপর প্রভাব

পাকিস্তানের সাথে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের পাশাপাশি ইসলামাবাদ এবং ঢাকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ভারতের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ হয়ে উঠতে পারে। নয়াদিল্লির জন্য আরেকটি নিরাপত্তা উদ্বেগ হচ্ছেড় এমন কার্যকলাপে পাকিস্তানের শক্তিশালী গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-এর সম্পৃক্ততা। কনটেইনার হ্যান্ডলিং কমলেও বেড়েছে পণ্য পরিবহন বছরের পর বছর ধরে, ভারত শেখ হাসিনার সাথে তার সম্পর্ককে ব্যবহার করেছে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখতে। ২০০৪ সালে এই বন্দরে প্রায় ১৫০০ বাক্স চীনা গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অস্ত্রের সেই চালানটি ভারতে নিষিদ্ধ "সন্ত্রাসী সংগঠন" উলফা (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম)-এর কাছে পৌছে দেওয়ার কথা ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ড. ইউনূস অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, দেশে সাম্প্রতিক সরকার পরিবর্তন সত্ত্বেও ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক "খুব ঘনিষ্ঠ" হওয়া উচিত এবং সেটি উভয় দেশের স্বার্থেই। গত অক্টোবরে তিনি বলেছিলেন, "দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অবশ্যই খুব ঘনিষ্ঠ হতে হবে। এর কোনো বিকল্প হতে পারে না। তাদের (ভারতের) এটি দরকার, আমাদেরও এটি দরকার। অর্থনীতি, নিরাপত্তা বা পানির বিষয়ে হোক না কেন, যেকোনো দিক থেকেই এটি অপরিহার্য। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক উত্তেজনা সম্পর্কে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে ড. মুহাম্মদ ইউনূস সেসময় বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা ভারতকে "নিরাশ" করতে পারে এবং "তারা পরিবর্তনে সন্তুষ্ট নয়"। তবে তিনি কোনও ঘটনার উল্লেখ করেননি। তিনি আরও বলেন, "আমাদের জন্য একে অপরকে ছাড়া চলা কঠিন হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভালো সম্পর্ক রয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক।" সেসময় তিনি বলেছিলেন, দক্ষিণ এশীয় কূটনীতির বিষয়ে তার অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার এবং "একইসাথে, সার্ক (সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন)" শক্তিশালী করার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে।

সাবেক মন্ত্রী গাজীর পিএস আফজাল

পুলিশ রওয়ানা এসে পৌছালে তাকে হস্তান্তর করা হবে।

সারদায় প্রশিক্ষণরত আরও ৩

সোমবার অব্যাহতি পাওয়া তিনজনকে গত ১৩ নভেম্বর শোকজ করা হয়েছিল। 'কৈফিয়ত তলবনামা' শিরোনামের ওই চিঠিতে বলা হয়, গত ১২ নভেম্বর জিমনেসিয়ামে ক্যাডেট এসআইদের রাত্রিকালীন কমবাইন্ড ক্লাস ছিল। ওই ক্লাসে যাওয়ার সময় কোম্পানির সিএইচএম যথাসময়ে ফলইন করিয়ে রওনা করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা মূল দল থেকে আলাদা হয়ে যান। বারবার দলের সঙ্গে মিলে সঠিকভাবে মার্চিং করে যেতে বললেও তারা কোম্পানির সিএইচএমের কথা না শুনে কমান্ড অমান্য করে সঠিকভাবে মার্চিং না করে উচ্চস্বরে হইচই করতে থাকেন। এ ধরনের শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণ বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে কোম্পানি সিএইচএম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন চলমান মৌলিক প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কৈফিয়ত তলবনামা প্রাপ্তির পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তবে কারণ দর্শানোর নোটিশের পর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাদের বরখাস্ত করা হয় বলে জানা যায়।

শ্রম ও সড়ক পরিবহন আইন

সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানানো হয়। সমাবেশ শেষে তারা শ্রম উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দেবেন বলেও জানানো হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চিত করে, তাদের জীবনকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে জুলাই আন্দোলনের চেতনায় বৈষম্য মুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব হবে না। বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে বিজয়ের প্রান্তে পৌছানোর অন্যতম অংশীদার প্রাইভেট গাড়ির চালক, রাইডার, ই-প্লাটফর্মের কর্মীসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত লাখো শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষেরা তার যৌবনের শক্তি বিলিয়ে দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনীদের সম্পদ বাড়ছে, বিদেশে সম্পদ পাচার বাড়ছে, আর শ্রমজীবীদের অনিশ্চয়তা-নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। তারা আরও বলেন, বিকশিত জীবনের পথে আগানোর পরিবর্তে শুধুমাত্র ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের জন্য প্রায় দাসত্বের জীবনে আবদ্ধ হচ্ছে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ। আর ন্যায্যতার পরিবর্তে নিরঙ্কুশ মুনাফা নিশ্চিত করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষকে আইনি সুরক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে। অথচ, এসডিজি অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সরকারের ব্যর্থতায় যে যুব শক্তি রাইড শেয়ারিং বা সার্ভিস ডেলিভারি বা ই-প্লাটফরমে যুক্ত হয়ে কিংবা ব্যক্তি পর্যায়ে গাড়ি চালনা বা গৃহকর্মীর কাজ করে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে, তাদের স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয়েও সরকারের দায়িত্বহীনতা কোনো সভ্য ও কল্যাণ রাষ্ট্রের চরিত্র হতে পারে না। বক্তারা আরও বলেন, আইএলও গভর্নিং বডির সভায় সরকার আগামী মার্চ মাসের মধ্যে শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। এই সংশোধনী যেন ২০১৩ বা ২০১৮ এর মতো প্রতারণামূলক না হয় যা শ্রম অধিকারের সুরক্ষার পরিবর্তে শ্রমিকদের অধিকারকে সংকুচিত করে। বিদ্যমান শ্রম আইন কে আইএলও'র মৌলিক কনভেনশনসমূহ এবং আইএলও কনভেনশন ১০২, ১২১, ১৩১, ১৮৯ ও ১৯০ এর আলোকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে ব্যক্তিগত গাড়ির চালক, রাইডার, ই-প্লাটফরম কর্মীসহ সব শ্রমিকের অধিকারের সুরক্ষা একই আইনের অধীনে নিশ্চিত করা যায়। তারা বলেন, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে শাস্তির ভয় দেখানোর চেয়ে গাড়ি চালকদের শারীরিক ও মানসিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া দরকার। সে জন্য সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮ এর অপব্যবহার করে জরিমানা ব্যবসা ও দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করার পাশাপাশি গাড়ি চালকদের চাকরির শর্তাবলী ও সামাজিক সুরক্ষা উন্নত করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা ও দায়িত্বশীলতার চেতনা গড়ে তোলার জন্য সম-আচরণের পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে উদ্দেশ্য করে বক্তারা বলেন, গাড়ি চালকদের শান্তিপূর্ণভাবে উত্থাপিত দাবিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে শ্রম আইন এবং সড়ক পরিবহণ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যথার্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় গাড়িচালকের মানবিক জীবনের দাবি আদায়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবো। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি বিরেশ চন্দ্র দাশ এবং পরিচালনা করেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আহাসান হাবিব বুলবুল। বক্তব্য দেন, ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি মোহাম্মদ শাহাজালাল, যুগ্ম সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল মিয়া, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক জিল্লুর রহমান সবুজ, সহ-প্রচার সম্পাদক দুলাল হাওলাদার, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ শফিক, বাড্ডা উপকমিটির সভাপতি গোলাম রহমান প্রমুখ।

দাবি না মানলে আবারও সড়ক

এসময় তাদের 'তুমি কে আমি কে, তিতুমীর তিতুমীর'; 'আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে'; 'ক্যাম্পাসে পুলিশ কেন প্রশাসন জবাব চাই'; 'দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা গেছে। এর আগে, গত সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে মিছিল নিয়ে এসে মহাখালী রেলক্রসিং এলাকায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেন। বিকাল ৪টা পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। কিছু সময়ের জন্য উঠে গিয়ে তারা আবারও কলেজের সামনের সড়কে বসে পড়েন। রাতেই সবধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণা করেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। একইসঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মহাখালী অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। তবে সকাল থেকেই ক্যাম্পাস এলাকায় বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়। ফলে ক্যাম্পাস থেকে বের হতে না পেরে ভেতরেই বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তিতুমীর কলেজ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে তিন দফা দাবিগুলো হলো - ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি বাতিল করে ৭ কলেজ থেকে তিতুমীর কলেজকে পৃথক (আলাদা) করতে হবে। ২. তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে কমিশন গঠন করতে হবে। ৩. তিতুমীরকে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে।

কাকরাইল মসজিদের সামনে

পড়ে সড়কে অবস্থান নেন তারা। এ কারণে সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। সড়কে অবস্থানরত সাদপন্থী এক মুসল্লি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আমাদের ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল কিছুক্ষণ পর প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন

সম্পাদকীয়

উচ্চশিক্ষায় অবনতি

মানোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিন

দেশের উচ্চশিক্ষার মান তলানিতে নেমেছে। একসময় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হতো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে, এখন আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং বা মানবিচারে বিশ্বের সেরা এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও তার নাম নেই। একই অবস্থা চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও। একসময় প্রচুর বিদেশি শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পড়তে আসতেন, এখন সেই সংখ্যা অতি নগণ্য। অথচ দেশে প্রায় প্রতিবছরই বড়েছে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ। আর বেড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয়করণ। জানা যায়, বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ ভালো অবকাঠামো ও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে গড়ে উঠেছে। অথচ এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশি শিক্ষার্থী বাড়ার বদলে ক্রমাগতভাবে কমছে। এতে শিক্ষা খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের যে সুযোগ ছিল, তা দিন দিন কমছে। ইউজিসির সর্বশেষ তথ্য বলছে, ২০২২ সালে ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭০ জন বিদেশি শিক্ষার্থী পড়তেন। এর মধ্যে ছাত্র ৫০৪ জন এবং ছাত্রী ১৬৬ জন। ২০২১ সালে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন ৬৭৭ জন। ২০২০ সালে ছিলেন ৭৬৭ জন। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত কমছে। ২০২২ সালে দেশে ১০০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন এক হাজার ২৮৭ জন। আগের বছর ২০২১ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থী ছিলেন এক হাজার ৬০৪ জন। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে কমেছে ৩১৭ জন। এভাবে ক্রমাগত বিদেশি শিক্ষার্থী কমার পেছনে তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সেগুলো হলো- দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ও মানের ঘাটতি; যেসব দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতেন, সেসব দেশ উচ্চশিক্ষায় অনেক বেশি উন্নতি করেছে এবং বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেডিক্যাল এডুকেশনের স্বীকৃতি না পাওয়া। ফলে বাংলাদেশের ডিগ্রি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তাই বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষায় বিদেশি শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারাচ্ছেন। বোঝাই যায়, আমাদের উচ্চশিক্ষার দুর্গতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ থেকে উচ্চশিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শিল্পায়ন ব্যাহত হতে পারে

ব্যাংকঋণের সুদহার কমাতে হবে

ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহারের কারণে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ক্রমেই স্থবির হয়ে পড়ছে। শিল্প খাতের অনেক উদ্যোক্তাই মনে করেন, দেশে এখন বিনিয়োগের কোনো পরিবেশ নেই। ব্যবসায়ীরা কোনো রকমে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। ব্যাংকঋণের সুদের হার এখন ১৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এই হারে ঋণের সুদ বাড়তে থাকলে কারো পক্ষেই ঋণ নিয়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা কিংবা লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। এতে একদিকে দেশের শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হবে, অন্যদিকে বাড়বে ঋণখেলাপির পরিমাণ। সরকার পরিবর্তনের পর সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বৈশ্বিক সংঘাত-সংঘর্ষের প্রভাব। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে ক্রমাগতভাবে নীতি সুদ হার বা রেপো রেট বাড়িয়ে চলেছে। সর্বশেষ গত ২৭ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়েছে নীতি সুদ হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট বা ০.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত। এর ফলে রেপো সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর ফলস্বরূপ ব্যাংকঋণের সুদের হার ১৫ শতাংশ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীল ছোট, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এলসি খোলার হার কমেছে ৭ শতাংশ আর উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। ব্যবসায়ীরা বলছেন, দেশে চলমান অস্থিরতায় অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপণ্য নয় এমন পণ্যের চাহিদাও কমে গেছে। এতে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের বিক্রিতে ধস নেমেছে। সুদহার অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা সম্প্রসারণের চিন্তা কিংবা নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা আপাতত বাদ দিয়েছেন অনেক উদ্যোক্তা। শুধু নীতি সুদ হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কৌশলের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা করোনা মহামারি দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে রীতিমতো ধস নামিয়েছিল। তারপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় ব্যাংকঋণের সুদের হার বৃদ্ধি তাঁদের জন্য মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছেন অনেক ব্যবসায়ী। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের গলা টিপে হত্যা করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এত দিন ছয়টি কিস্তি দিতে না পারলে একজন গ্রাহক খেলাপিতে পরিণত হতো।

গত সেপ্টেম্বর থেকে তিনটি কিস্তি পরিশোধ না করতে পারলে খেলাপি করার শর্ত দেওয়া হয়েছে। আবার আগামী মার্চ থেকে একটি কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলেই খেলাপি করা হবে। আমরা মনে করি, দেশে শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ বিদ্যমান থাকা জরুরি। কাজেই, বিনিয়োগ বাড়াতে হলে ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার কমাতেই হবে।

বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য পণ্য পরিবহনে উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সরকারের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের স্বল্পমূল্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষি ও অন্যান্য পণ্য পরিবহনের জন্য তিনটি বিশেষ ট্রেন চালু করা হয়েছে। রেলওয়ে সূত্র জানায়, প্রতিটি বিশেষ ট্রেন প্রতিদিন ১২০ টন পণ্য বহন করতে সক্ষম। ট্রেনের অত্যাধুনিক লাগেজ ভ্যানের মাধ্যমে ফল ও সবজি পরিবহণ করা যাবে। এছাড়া হিমায়িত পণ্য যেমন মাছ, মাংস এবং দুধও রেফ্রিজারেটেড লাগেজ ভ্যানে পরিবহণ করা যেতে পারে। পণ্য পরিবহনে কম খরচ, নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশে ঢাকায় সবজি পাঠানোর সহজ পদ্ধতি হলেও চাষিরা এই বিশেষ ট্রেন ব্যবহার করছেন না। তিন কারণে তারা সবজি পরিবহনে ট্রেন ব্যবহার করছেন না। সেগুলো হলো- এ বছর জুলাইয়ের শেষ থেকে অক্টোবরের মাঝপর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাতে সবজি উৎপাদন কম, যশোরের যে-সব ক্ষেতে সবজি রয়েছে কৃষকরা সেখান থেকেই বিক্রি করে দিচ্ছেন এবং সবজি ক্ষেত থেকে স্টেশন পর্যন্ত আনতে মাধ্যম (ভ্যান, নসিমন, করিমন ইত্যাদির ভাড়া, লেবার কষ্ট ইত্যাদি) খরচের কারণে আগ্রহ হারিয়েছেন। নিত্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখীর কারণে নাকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে দেশের ১৫টি উৎপাদক অঞ্চল থেকে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে দেশব্যাপী সরবরাহ নিশ্চিতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ। তবে দেশের সবজির চাহিদার বড় অংশ পূরণকারী যশোর অঞ্চলের কৃষকরা এ খবর জানেন না। যশোরের সবজি চাষি ও পাইকাররা বলেন, বিশেষ এই ট্রেনের কোনো খবর তারা জানেন না। সড়কপথে সবজি পরিবহনে অতিরিক্ত খরচসহ পথে পথে চাঁদা দিতে হয় তাদের। এতে দামে প্রভাব পড়ে। ট্রেনে পণ্য সরবরাহ করতে পারলে খরচ কম হবে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। রেলওয়ে কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ ট্রেন চালানোর উদ্যোগটিকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কারণ কৃষিপণ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য কম খরচে ঢাকার বাজারে পাঠানোর সুযোগ তৈরি হলো, ঠিক একই সঙ্গে রেলওয়েরও আয়ের ক্ষেত্র তৈরি হলো। তবে এটিকে সফল উদ্যোগে পরিণত করতে হলে রেলওয়েকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞান

ড. জাকিয়া বেগম

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টার সুনিপুণ হাতে তৈরি- অনেক বিজ্ঞানী এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে পরমাণু পর্যায়ের ক্ষুদ্র কণাগুলো বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন কিছু সত্যের সম্মুখীন হচ্ছেন, যা তাদের অবিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে নিজস্ব বিশ্বাস তুলে ধরলেও মহাশক্তিধর স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে অনেকেই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন। বর্তমানে যেসব কারণ অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের মহাশক্তিধর একজন ঐশী শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে ইতিবাচক করে তুলেছে, সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হলো।

বিশ্বব্রহ্মা- কবে এবং কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারলেও কে এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্রহ্মা- সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। পূর্বে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন বিশ্বব্রহ্মা- চিরন্তন এবং এর জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু বর্তমানে 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, বিশ্বব্রহ্মা- একটা নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। এই তত্ত্বমতে, মহাবিশ্বের সূচনা হয় অসীম ঘনত্ব এবং তাপমাত্রাবিশিষ্ট একটি বিন্দু থেকে; যা হঠাৎ স্ফীত হয়ে প্রচ- শক্তিতে বিস্ফোরিত হয় এবং সম্প্রসারিত হতে থাকে। যে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া আজও চলমান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু বিশ্বব্রহ্মা- চিরন্তন নয় এবং এর একটা আরম্ভ আছে, তবে কে এই আরম্ভটা করল এবং এই প্রচ- বিস্ফোরণ ঘটার জন্য যে মহাশক্তির প্রয়োজন, তা কোথা থেকে এলো!

বিশ্বব্রহ্মা- প্রধান চার ধরনের বল বিরাজমান– অভিকর্ষ বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল এবং সবল নিউক্লিয় বল। এছাড়াও আছে কতগুলো মৌলিক ধ্রুবক–শূন্যস্থানে আলোর গতি, মহাকর্ষীয় ধ্রুবক, প্লাঙ্কস্ ধ্রুবক, বৈদ্যুতিক ধ্রুবক ইত্যাদি। আবার চার ধরনের বলের ধর্ম ও ধ্রুবকগুলোর নির্দিষ্ট মান ও সঠিক মাত্রা বিশ্বব্রহ্মা-ের সর্বত্র একই এবং এগুলোর সমন্বয় ও সহযোগিতায় বিশ্বব্রহ্মা- তথা মহাবিশ্ব টিকে আছে। সব ধরনের প্রাকৃতিক র্কাযকলাপ সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে কোনো একটির সামান্য পরিমাণ হেরফের পৃথিবী তথা বিশ্বব্রহ্মা-ের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে।

অভিকর্ষ বলের ওপর নির্ভর করেই বিশ্বব্রহ্মা-ের গঠনগত কাঠামো নির্মাণ। ছায়াপথ থেকে শুরু করে নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি মহাজাগতিক কাঠামোগুলোর নিজস্ব অবস্থানে টিকে থাকার ভিত্তিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বলটি। অভ্যন্তরমুখী অভিকর্ষ বল এবং নিউক্লিয় ফিউশনের কারণে সৃষ্ট বহির্মুখী চাপ সৃষ্টিকারী বলের ভারসাম্যতার মাধ্যমে সূর্যসহ সব ধরনের নক্ষত্রের টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে। যদি অভিকর্ষ বল আরও শক্তিশালী হতো, তবে অভ্যন্তরমুখী আকর্ষণ বৃদ্ধির কারণে নক্ষত্রগুলো নিজস্ব ওজনের ভারে ধসে পড়তো অথবা বেশি মাত্রার ফিউশনের কারণে দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে যেত এবং জীবন বিকশিত হয়ে ওঠার মতো পর্যাপ্ত সময় পেত না।

গ্রহগুলোকেও অভিকর্ষ বলই নক্ষত্রের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত করতে সাহায্য করছে। যদি এই বল আরও কিছুটা শক্তিশালী হতো তাহলে গ্রহগুলো প্রচ- আকর্ষণে সূর্যের ভেতর ঢুকে যেত। ফলে সৌরজগৎ সৃষ্টি হতে পারতো না। অথবা গ্রহগুলো আকর্ষিত হয়ে নক্ষত্রের এতটাই কাছাকাছি চলে আসতো যে প্রচ- উত্তপ্ত হয়ে যেত– যা হতো জীবন বিকশিত হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায়। আবার অভিকর্ষ বল যদি আরও কিছুটা দুর্বল হতো তবে গ্রহগুলো নক্ষত্রের চারদিকে কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান না থেকে মহাশূন্যে বিভিন্ন প্রান্তে ছিটকে যেত অথবা নিউক্লিয় ফিউশন চলমান থাকার পর্যায়ে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে শক্তি উৎপাদনে অক্ষম হয়ে যেত। ফলে এগুলো কম উত্তপ্ত হতো, উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলতো এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহে ব্যর্থ হতো।

মহাজাগতিক বস্তু ছাড়া অতিক্ষুদ্র কণাগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় বৈদ্যুতিক বল কিছুটা বেশি হলে অরবিটে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকে যেত। ফলে পরমাণুগুলোর স্থায়িত্ব নষ্ট হয়ে যেত। আর পরমাণু না থাকলে কোনো প্রকার পদার্থ তথা জীবন সৃষ্টি হতো না। আবার নিউক্লিয় বল যদি আরও একটু শক্তিশালী হতো, তাহলে বিশ্বব্রহ্মা-ের প্রাথমিক অবস্থাতেই হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো অন্য হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একীভূত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যেত। হাইড্রোজেন নেই মানে পানিও নেই। আর তাই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া সম্ভব হতো না। আবার যদি নিউক্লিয় বল কিছুটা দুর্বল হতো, তবে তা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল পরমাণুগুলো তৈরি করতে পারত না।

ধ্রুবকগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'ধ্রুবকগুলো' (ফিজিক্যাল কনস্ট্যান্ট) এমন বিশেষ কিছু মান প্রকাশ করে যেগুলো কোনো তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না, কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে মাপা যায়। এগুলোর মানও ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নির্দিষ্ট করা আছে এবং এগুলোর মানের সামান্য তারতম্যও মহাবিশ্বের ভারসাম্য বিনষ্ট করে ফেলতো। তাই অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন বলগুলোর এই নির্দিষ্ট মান ও ধরন এবং ধ্রুবকগুলোর ক্রমাঙ্কন ও পরিমাপের এই সূক্ষ্মতা কখনই নিছক সম্ভাব্যতার ওপর ভিত্তি করে দৈব চয়নে নির্ধারিত হওয়া সম্ভব নয়, বরং অসীম শক্তিধর কারও ইচ্ছা ও নকশা প্রণয়নের ক্ষমতা দ্বারাই সম্ভব। বিশাল এই বিশ্বব্রহ্মা-ের মধ্যে অতিক্ষুদ্র আমাদের এই পৃথিবীর অবস্থানও একটা বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ ব্যাপার। পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর অবিরামভাবে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। নিজের অক্ষে ঘোরার সুনির্দিষ্ট এই গতিই পৃথিবীকে রাত আর দিন উপহার দিয়ে যাচ্ছে, আর সূর্যের সঙ্গে সঠিক কৌণিক অবস্থানই ঋতুবৈচিত্র্য ঘটিয়ে চলেছে। 'মিল্কিওয়ে' বা ছায়াপথ ও সূর্য থেকে এর সুনির্দিষ্ট দূরত্ব এবং অবস্থান এতটাই নির্ভুল যে, তাপমাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে থেকে পানিকে তরল অবস্থায় ধরে রেখে পৃথিবীকে জীবনধারণের উপযোগী করে তুলেছে।

কিন্তু এই দূরত্ব কমে গিয়ে সূর্যের আরও কিছুটা কাছে চলে এলে পৃথিবী তার সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনসম্ভার নিয়ে জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যেত। আর এই দূরত্ব কিছুটা বেশি হলে ঠা-ায় সব কিছু জমে যেত এবং পৃথিবী জীবনধারণের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলত। পৃথিবীর এই সঠিক অবস্থানকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'গোল্ডিলকস্ জোন' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। পৃথিবীর বায়ুম-ল আরও এক বিস্ময়। অভিকর্ষ বলের সাহায্যেই পৃথিবী নিজস্ব বায়ুম-লকে ধরে রাখতে পারছে। আবার পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র আর এই বায়ুম-ল সম্মিলিতভাবে সূর্য এবং মহাজাগতিক অন্যান্য বস্তু থেকে আসা রেডিয়েশন এবং উল্কাপাতের আঘাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে থাকে। বায়ুম-লে অক্সিজেনের মাত্রাও এতটাই অনুকূল যে, শ্বাস গ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠেছে। অথচ একই সঙ্গে নাইট্রোজেনের সঠিক মাত্রা বাতাসে আগুন ধরে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এছাড়াও পৃথিবীর জলম-ল ও বায়ুম-লকে জীবনধারণের উপযোগী পর্যায়ে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক চক্রও পরিচালিত হয়ে আসছে। মহাজাগতিক ঘটনাগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একত্রীকরণ এবং সঠিক সময়ে সঠিক উপায়ে এগুলো ঘটে চলার কারণেই প্রকৃতি এখনকার রূপ ধারণ করেছে। পৃথিবীর আশ্চর্যজনক সাম্যাবস্থা, সুদৃঢ়তা, সুনিয়ন্ত্রণ এতই সূক্ষ্ম যে, এগুলো কাকতালীয়ভাবে একসঙ্গে ঘটে যাওয়া অসম্ভব। বলা যায়, একঝাঁক সৌভাগ্যপূর্ণ পরিস্থিতির অবতারণা ঘটানো হয়েছে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করে তোলার জন্য। যে কোনো একটি ঘটনার সামান্য বিচ্যুতিও পুরো বিশ্বের ছন্দপতন ঘটাতে ও বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে।

উইলিয়াম প্যালে বলে একজন বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক তথা বিজ্ঞানী দাবি করেছেন যে, নিখুঁত এই পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, ছন্দ ও বিস্ময়ের পেছনে অবশ্যই মহাশক্তিধর একজনের দক্ষ হাতের নকশা ও সুপরিকল্পনা রয়েছে। লেজার গবেষণায় যুক্ত নোবেলজয়ী (আরও দুজনের সাথে যৌথভাবে) পদার্থবিদ উইলিয়াম ডি ফিলিপস বলেছেন, আমরা এমন একটি সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল বিশ্বে বাস করি যেখানে সব ভৌত প্রক্রিয়া কতগুলো সহজ গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি বিশ্বকে সামান্য একটু ভিন্নভাবে সৃষ্টি করা হতো, তবে সেখানে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে কেন মহাবিশ্ব একটু ভিন্নতরভাবে সৃষ্টি হলো না– তার পেছনে গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক কোনো কারণ বা যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব নয়। ১৯৬৪ সালে এমআইটি (ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি)-তে কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্সের ওপর গবেষণারত থাকাকালীন নোবেল বিজয়ী আর একজন বিজ্ঞানী ড. টাউনস মনের ভাব প্রকাশ করেন এভাবে– 'মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বাড়বে ততই তারা এই উপসংহারের দিকে পৌছবেন যে, মহাবিশ্বের জন্ম দৈবাৎ কোনো ঘটনা নয় বরং এটা কোনো ঐশী শক্তিরই ইচ্ছার প্রতিফলন।' তিনি বিশ্বাস করেন– বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করতে পারছেন যে, এই বিশ্ব এমনই বিশেষায়িতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে যা কিছু ঠিক যতটুক পরিমাণে থাকা দরকার ঠিক ততটুকু পরিমাণেই সুশৃঙ্খলভাবে সুবিন্যস্ত রয়েছে।

অধ্যাপক পল ডেভিস, আরিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ এবং জ্যোতি পদার্থবিদ্যা ও মহাবিশ্ব বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, পদার্থবিদ্যার বিধিমালাগুলোর সৌন্দর্য এবং ক্রমবিন্যাস এই নির্দেশনাই প্রকাশ করে যে, এগুলোর পেছনে নিশ্চয় কেউ একজন আছেন, যিনি মহাবিশ্বকে এত সূক্ষ্ম গাণিতিক সুসমতা, সৌন্দর্য ও সুবিন্যস্ততার মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে যাচ্ছেন। ঠিক এমনিভাবে ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী পকিং হর্ন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স-এর অধ্যাপক ডি ব্যারো বিশ্বাস করেন, মহাবিশ্বের অবিশ্বাস্য ধরনের অতি সূক্ষ্মতা ও গাণিতিক সুসমতার পেছনে নিশ্চয়ই প্রচ- বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মহাশক্তির হাত রয়েছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বতত্ত্বে বিশ্বাসী। তাদের মতে, আমাদের এই বিশ্ব একাধিক মহাবিশ্বের মধ্যে একটি– যা দৈব চয়নে জীবনধারণের সহায়ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই তত্ত্বের সমস্যা হলো, অন্য মহাবিশ্বগুলো দেখা যায় না বা এগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই তত্ত্ব মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকেই যায় যে, আমাদের মহাবিশ্ব কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবন ধারণের জন্য এত নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠলো; যেখানে একটু অসাবধানতাই জীবনধারণের পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ফেলতে পারতো! জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব' মতেও মহাবিশ্ব এমনভাবে নকশাকৃত, যাতে করে তা জীবন তথা মনুষ্য বসবাসের উপযোগ্য হয়ে ওঠে এবং যার পেছনে মহাশক্তিধর কেউ একজন আছেন।

শুধু বিশ্বব্রহ্মা- আর বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যেই নয়, অধুনা জীববিজ্ঞান ও কমপিউটার বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের আরও এক বিস্ময় 'ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড, সংক্ষপে ডিএনএ'-এর দিকে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। 'ডিএনএ' একটি রাসায়নিক, যা বংশপরম্পরায় জীবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জিনগত নির্দেশ ধারণ করে। ইদানীং জীববিজ্ঞানীরা আধুনিক কমপিউটারের 'কোডিং'-এর সঙ্গে 'ডিএনএ'-এর গাঠনিক জটিলতা এবং তথ্য সম্ভারের বিশালতা তুলনা করে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক র্কাযক্রম পরিচালনের জন্য 'কোডিং'-এর প্রয়োজন হয় এবং 'ডিএনএ'-এর জৈবিক প্রোগ্রামিং অনেকাংশেই কমপিউটারকে পরিচালনের জন্য ব্যবহৃত 'কোডিং'-এর অনুরূপ। 'ডিএনএ'-তে থাকে 'নিউক্লিয়টাইডের অণুক্রম (সিকোয়েন্স)', আর কমপিউটারে থাকে 'বাইনারি কোড'। তার মানে দাঁড়ায়, জীবন এবং কমপিউটারের মতো জটিল বিষয় পরিচালনের জন্য 'কোডিং' খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কমপিউটারের 'কোডিং' কমপিউটারটিকে ত্রুটিহীনভাবে যেমন পরিচালনা করে থাকে, তেমনি জীব জগতের জটিল এবং উচ্চ পর্যায়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ 'ডিএনএ'গুলোও সুনির্দিষ্টভাবে জীবনচক্রের সব কার্যক্রম নিখুঁতভাবে পরিচালনা করে থাকে। কমপিউটারের 'কোডিং' যেখানে একজন দক্ষ প্রোগ্রামার কর্তৃক প্রণীত হয়, সেখানে জীব তথা মানুষের জন্ম-মৃত্যু, শারীরিক গঠন ও সুস্থতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এসব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় যে 'ডিএনএ'-এর 'কোড' দ্বারা, সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যও নিশ্চয় আরও অনেক বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো সুদক্ষ কারিগরের নির্দেশনা রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ বিল গেটস্ একবার মন্তব্য করেন এই বলে যে, 'ডিএনএ' এমন এক ধরনের কমপিউটার প্রোগ্রামিং, যা যেকোনো কমপিউটার সফটওয়ারের চেয়ে অনেকগুণ বেশি উন্নত এবং পরিণত। তার তুলনায় উঠে আসে যে, মানুষ কর্তৃক প্রণীত সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তিগত প্রোগ্রামিং-এর চেয়েও অধিক উন্নত ডিএনএর সূক্ষ্মতা এবং নির্ভুল কার্যক্ষমতা। আর 'ডিএনএ'গুলোর প্রোগ্রামিং এতটাই পরিমার্জিত ও পরিশীলিত যে, তা দৈবচয়নের কোনো ব্যাপার হতে পারে না। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি সত্ত্বেও বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা কোনোটাই প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকি মহাবিশ্বের উৎস, জীবনের উৎস এবং মনুষ্য বিবেকের মূল উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানেও বিজ্ঞান প্রায় ব্যর্থ। তাই অনেক বিজ্ঞানীই মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতার মধ্যেই এর সমাধান দেখতে পাচ্ছেন।

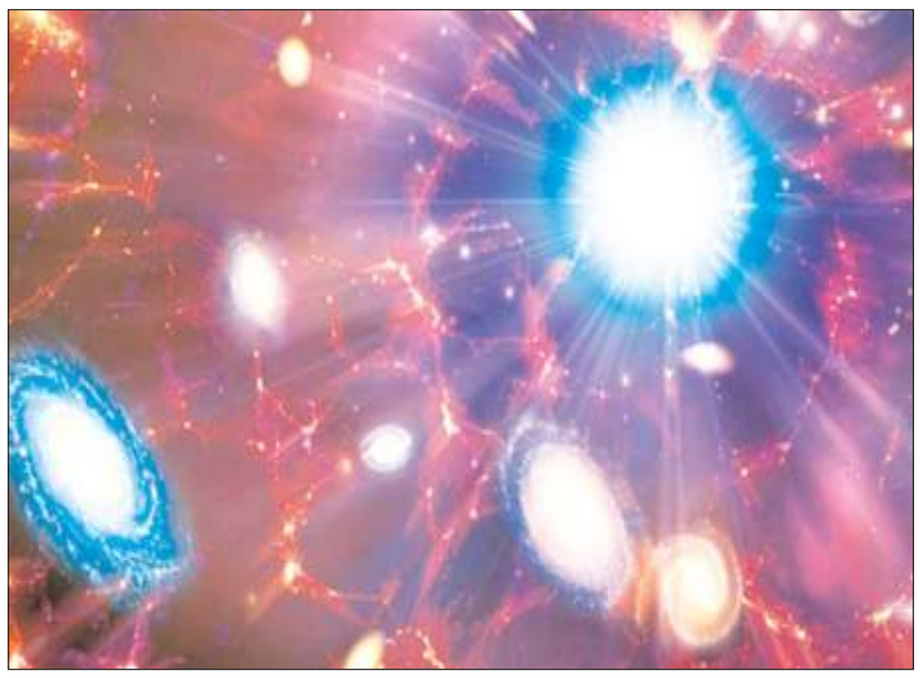

কমপিউটারের 'কোডিং' কমপিউটারটিকে ত্রুটিহীনভাবে যেমন পরিচালনা করে থাকে, তেমনি জীব জগতের জটিল এবং উচ্চ পর্যায়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ 'ডিএনএ'গুলোও সুনির্দিষ্টভাবে জীবনচক্রের সব কার্যক্রম নিখুঁতভাবে পরিচালনা করে থাকে। কমপিউটারের 'কোডিং' যেখানে একজন দক্ষ প্রোগ্রামার কর্তৃক প্রণীত হয়, সেখানে জীব তথা মানুষের জন্ম-মৃত্যু, শারীরিক গঠন ও সুস্থতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এসব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয় যে 'ডিএনএ'-এর 'কোড' দ্বারা, সেগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যও নিশ্চয় আরও অনেক বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো সুদক্ষ কারিগরের নির্দেশনা রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ বিল গেটস্ একবার মন্তব্য করেন এই বলে যে, 'ডিএনএ' এমন এক ধ

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে লেবাননের যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননে ইসরায়েলের তীব্র বোমাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। বৈরুতের কাছে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটিতে টানা তৃতীয় দিনের মতো ভারী বিমান হামলা চলছে। একইসঙ্গে উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিবেশী দেশেও আঘাত করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। ফলে যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টায় উন্নতির উল্লেখযোগ্য কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কুটনীতিকরা এই তথ্য জানিয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে।ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে অবগত সূত্র জানিয়েছে, দাহিয়েহ নামে পরিচিত শহরতলির আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেছে। সেখানে ইসরায়েলি হামলায় পাঁচটি ভবন ধ্বংস হয়েছে।আয়াত নামের ৩৩ বছর বয়সী এক লেবানিজ নারী রয়টার্সকে বলেন, 'আমরা বলছিলাম, ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন।'ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের যুদ্ধবিমানগুলো অস্ত্র গুদাম, সামরিক সদর দফতর ও হিজবুল্লাহর অন্যান্য স্থানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে।কর্তৃপক্ষ ও লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় বালবেক শহরে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। আর দক্ষিণ লেবাননের শহরগুলোতে নিহত হয়েছেন ১১ জন।তবে আশার কথা হলো, লেবাননে বৃহস্পতিবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত দেশটির পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরির কাছে যুদ্ধবিরতির একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছেন। লেবাননের দুই সিনিয়র রাজনৈতিক সূত্র রয়টার্সকে এই তথ্য জানিয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি তারা।সূত্র জানিয়েছে, অন্তত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ওয়াশিংটনের প্রথম লিখিত প্রস্তাব এই খসড়া।একটি সূত্র রয়টার্সকে বলেছে, 'এটি লেবাননের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ পাওয়ার জন্য একটি খসড়া।'প্রস্তাবের বিষয়ে জানতে চাইলে বৈরুতে মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র বলেন, 'কূটনৈতিক চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চলছে।'

শ্রীলঙ্কায় দিশানায়েকের দলের নিরঙ্কুশ জয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শ্রীলঙ্কায় আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেলো বামপন্থি প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকের নির্বাচনী জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি)। নতুন প্রেসিডেন্ট শপথ নেওয়ার মাত্র সাত সপ্তাহ পর গতকাল এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এই খবর জানিয়েছে।গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন দিশানায়েক। তখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি।এবারের সরাসরি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এনপিপি। দলটি ১৯৬টি আসনের মধ্যে ১৩৭টি জিতেছে।তবে স্থানীয় মিডিয়া ধারণা করছে, আনুপাতিক আসন বণ্টন ব্যবস্থার অধীনে আরও আসন বন্টন হলে ২২৫ সদস্যের সংসদে এনপিপির আসনের সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে যাবে।শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টের ২২৫ আসনের মধ্যে ১৯৬ জন সাংসদ সরাসরি নির্বাচিত হন। আর বাকিদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের হিসেবে ভোটের হারের ওপর ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো মনোনীত করে।শ্রীলঙ্কায় এবারের নির্বাচনে ৮ হাজার ৮৮০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। আর ভোটারের সংখ্যা পৌনে দুই কোটির বেশি। বৃহস্পতিবারের এই ভোটে প্রায় ৬৫ শতাংশ ভোটার অংশ নিয়েছেন।এবারের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া এনপিপি ২০২০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে মাত্র তিন আসনে জয়ী হয়েছিল।

তুলসি গ্যাবার্ড যুক্তরাষ্ট্রের সবক'টি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডেমোক্রেটিক দলীয় সাবেক এমপি এবং পরে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দান কারি তুলসি গ্যাবার্ডকে (৪৩) যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স) প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরআগে তিনি হাওয়াইয়ের ডেমোক্র্যাটিক দলীয়এমপি ছিলেন। গ্যাবার্ডেকে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব দিয়েছেন ট্রাম্প। সেই সাথে ৭৬ বিলিয়ন ডলারের বাজেটও তদারকির দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি এই খবর জানিয়েছে। তুলসি নাম দেখে অনেকে তাকে 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত' মার্কিন নাগরিক মনে করে থাকেন। আসলে তা কিন্তু নয়। বংশ গত দিক থেকে ভারতের সাথে তাদের পরিবারের কোনো সম্পর্কই নেই। বিষয়টি তিনি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বারবার স্পষ্ট করেছেন।মাইক গ্যাবার্ড ও মাক্যারল গ্যাবার্ড দম্পত্তির পাঁচ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ তুলসি গ্যাবার্ড ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সামোয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বয়স যখন দুই বছর, তখন তার পরিবার হাওয়াইতে চলে যায়। সেখানেই বড় হন তুলসী।তুলসি মিশ্র সংস্কৃতির পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। তার বাবা মাইক গ্যাবার্ড সামোয়ান ও ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত। আর মাক্যারলের জন্ম ও বেড়ে ওঠা যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ও মিশিগান রাজ্যে। ক্যারল প্রথম জীবনে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সেখান থেকেই নিজের সন্তানদের হিন্দু নাম রাখেন।তুলসি বাড়িতেই হাই স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন । তবে এরমধ্যে ফিলিপিন্সের একটি বালিকা বোর্ডিং স্কুলে দুই বছর পড়াশোনা করেছিলেন।ওই সময় পড়াশুনার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনে জড়িয়ে পড়েন তিনি। বাবা মাইক গ্যাবার্ড হাওয়াই রাজ্যের সিনেটর ছিলেন। বাবার অনুপ্রেরণাতেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তুলসি এবং ২০০২ সালে হাওয়াই প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লিওয়ার্ড কমিউনিটি কলেজ ত্যাগ করেন। সেখানে তিনি টেলিভিশন প্রোডাকশন বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রথমবারেই প্রতিনিধি পরিষদের সর্ব কনিষ্ঠ নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।প্রতিনিধি পরিষদে দায়িত্ব পালন কালে ২০০৩ সালে হাওয়াই আর্মি ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দেন তুলসি। তিনি ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। প্রায় দুই দশক তিনি সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেন। এর পাশাপাশি পড়া-শুনা, রাজনীতি ও চালিয়ে যান। ২০০৯ সালে হাওয়াই স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে সায়েন্স ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য দেশের সাথে সামরিক সংঘাতে জড়ানোর বিরোধিতা করতেন। ২০২২ সালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে 'বর্ণবাদ বিরোধী' কর্মকান্ডের অভিযোগ এনে ডেমোক্রেটিক পার্টি ছেড়ে রিপাবলিকানদের সঙ্গে আঁতাত করে যোগ দেন ফক্স নিউজে।

দিল্লির বায়ুদূষণে প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের রাজধানী দিল্লির বাতাসের গুণগত মানের আরও অবনতি হয়েছে। গতকাল সকালে দিল্লির বেশ কয়েকটি অংশে এই মান 'গুরুতর' পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ফলে শহরটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দূষণ মোকাবিলায় সকাল ৮টা থেকে তৃতীয় স্তরের সতর্কতা (গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান ৩ বা জিআরএপি ৩) কার্যকর হতে চলেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস এই খবর জানিয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধোঁয়াশার পুরু আস্তরে আবারও ঢেকে গেছে রাজধানীসহ নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গুরুগ্রাম। বাতাসের ক্রমবর্ধমান গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) কেন্দ্রীয় দূষণ পর্যবেক্ষণ সংস্থা কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম)-কে জিআরএপি এর তৃতীয় পর্যায়ে বিধিনিষেধ আরোপ করতে বলেছে। এর মধ্যে নির্মাণ কার্যক্রম এবং শহর ও নগরে বিএস-৩ পেট্রোল ও বিএস -৪ ডিজেল চালিত যানবাহন চলাচলেরও ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ রয়েছে। গতকাল সকাল ৮টা থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। দিল্লি সরকার আরও ঘোষণা করেছে, দূষণের উদ্বেগজনক মাত্রার কারণে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

কেনেডি জুনিয়র হলেন ট্রাম্প প্রশাসনের স্বাস্থ্য মন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নব নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসেবে জুনিয়র কেনেডিকে নিয়োগ দিয়েছেন। গতকাল ট্রাম্প মার্কিন স্বাস্থ্য খাতে বহুল আলোচিত-সমালোচিত এবং বিতর্কিত কেনেডিকে (৭০) স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। ওয়াশিংটন থেকে এএফপি আজ এই খবর জানিয়েছে।প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে জুনিয়র কেনেডিকে নিয়োগ দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, রবার্ট এফ.কেনেডি জুনিয়রকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবার মন্ত্রী পদে নিয়োগ দিতে পেরে আমি 'পুলকিত'। ট্রাম্প বলেছেন, অনেকদিন ধরে, 'মার্কিনিরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফুড কমপ্লেক্স এবং ওষুধ কোম্পানিগুলোর যাঁতা কলে পিষ্ঠ হয়ে আসছে।'

ইমরান খান ও বুশরা বিবির খালাস আবেদন খারিজ করলো আদালত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তোশাখানা মামলায় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবির খালাসের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দেশটির আদালত। বরং তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করার পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। আলোচিত তোশাখানা দ্বিতীয় মামলা থেকে খালাস চেয়ে আবেদন করেছিলেন তারা। গতকাল এক প্রতিবেদনে দেশটির সামা টিভি এ খবর জানিয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খালাসের আবেদন প্রত্যাখ্যান করায় সরকার মামলাটির আইনি প্রক্রিয়া আরও জোরদার করার সুযোগ পাবে।প্রায় ৯ মাস কারাভোগের পর অক্টোবরের শেষ দিকে আদালত তোশাখানা মামলায় বুশরা বিবির জামিন মঞ্জুর করলেও এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাবাস করছেন ইমরান খান।

একাধিক মামলার মুখোমুখি রয়েছেন তিনি। এমনকি তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগও রয়েছে।২০২১ সালে ইমরান ও বুশরা বিবি রাষ্ট্রীয় তোশাখানা থেকে ছাড়মূল্যে উপহার কিনে সেগুলো বাজারে বিক্রি করেছেন এমন তথ্য প্রকাশ্যে আসে। এর পরই এ নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক।বেআইনিভাবে রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রির দায়ে ২০২২ সালে নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সংসদ সদস্য পদ খারিজ করে। এর মধ্য দিয়ে ইমরান খান দুর্নীতি করেছেন বলে জানায় কমিশন।

আত্মঘাতী ড্রোনের উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন কিম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্যাপক হারে আত্মঘাতী ড্রোনের উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। গতকাল রাষ্ট্রীয় মিডিয়া কেসিএনএ জানিয়েছে, আত্মঘাতী এই ড্রোনের পরীক্ষামূলক ব্যবহার দেখেন কিম। এর পর ব্যাপক হারে সেগুলোর উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিনি তিনি। উত্তর কোরিয়ার আনম্যানড এরিয়াল টেকনলজি কমপ্লেক্স (ইউএসিটি) সেগুলো ড্রোন উৎপাদন করবে। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়েচে ভেলে এই খবর জানিয়েছে।উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্বেগের মধ্যেই এই খবরটি এলো। প্রতিবেদনে বলা হয়, কিম বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ড্রোনের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং তা পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে।

গাজায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভিডিও ভাইরাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে অবরুদ্ধ গাজায় ইসরাইলি হামলার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রকাশ্যে দিবালোকে একটি জনবহুল এলাকায় ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সাথে সাথে স্থানীয়রা দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করে। প্রাণ ভয়ে অনেকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়।ফিলিস্তিনের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'ফেলেস্টিন'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি এই খবর জানিয়েছে।কাতার ভিত্তিক আল জাজিরার প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, দিন দুপুরে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড ধোঁয়ার কুন্ডলির সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় বিশালাকার গর্তের। ক্ষেপলাস্ত্রের আঘাত কতটা শক্তি শালী ছিল তা গর্ত দেখলে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে।আল জাজিরাজানিয়েছে,ভয়াবহ এই হামলার ঘটনা ঘটেছে গাজার খান ইউনিসের একটি জনবহুল এলাকায়। অথচ দখলদার ইসরাইলি বাহিনী এই এলাকাটিকে নিরাপদ স্থান হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সাধারণ মানুষকে সেখানে যেতে বলেছিল। কিন্তু রক্ত পিপাসু ইসরাইলি বাহিনী আবার সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে। ঐ হামলার এক হাজার তাঁবু ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে এক শিশু নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। গত

বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী। হামলায় এই পর্যন্ত ৪৩ হাজার ৫শ' বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। আহত হয়েছে ১ লাখেরও বেশি।

বিনোদন

নির্মাতার বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুললেন সুমি

বিনোদন ডেস্ক : দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাহনাজ সুমি। প্রথম সিনেমাতেই সবার নজর কেড়েছেন এই অভিনেত্রী। সিনেমা ছাড়াও শোবিজের অন্যান্য প্লাটফর্মে নিয়মিত কাজ করছেন তিনি। সম্প্রতি এক নির্মাতার বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ তুললেন অভিনেত্রী। জানা যায়, সেই নির্মাতা তার অফিসে নেশা জাতীয় চকলেট খাইয়ে হেনস্তা করতে চেয়েছিলেন অভিনেত্রীকে। যদিও বিষয়টি বুঝতে পেরে সেখান থেকে দ্রুত চলে আসেন সুমি। তবে ওই নির্মাতার নাম প্রকাশ করেননি অভিনেত্রী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিব্রতকর সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, তিন মাস আগে গুলশানের নিকেতনে এক পরিচালকের অফিসে গিয়েছিলাম।

কনসার্টের আগেই আইনি নোটিস পেলেন দিলজিৎ

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমানে ক্যারিয়ারের সোনালি সময় পার করছেন গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ। একদিকে বলিউডে অভিনয়, অন্যদিকে গান নিয়েও তুমুল ব্যস্ত। করছেন একের পর এক কনসার্ট। সম্প্রতি বিদেশ জয় করে দেশে মিউজিক্যাল ট্যুর শুরু করেছেন। তাঁর 'দিল-লুমিনাটি' শো ঘিরে ছিল তুমুল উন্মাদনা। দিল্লির কনসার্টে হাজার হাজার শ্রোতা-অনুরাগীরা পাঞ্জাবি পপস্টারের গান শুনতে ভিড় জমিয়েছিলেন। তবে এবার হায়দরাবাদ কনসার্টের আগেই বিপত্তি! তেলেঙ্গানা সরকারের পক্ষ থেকে আইনি নোটিস পেলেন দিলজিৎ। গত শুক্রবার হায়দরাবাদে শোয়ের আগে তেলঙ্গানা সরকার তারকাকে পাঠালেন আইনি নোটিস। সেখানে তাকে পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে, কনসার্টে তিনি যেন এমন কোনও গান না করেন যা অ্যালকোহল, ড্রাগ বা হিংসার প্রচার করে। চণ্ডীগড়ের এক প্রফেসর পণ্ডিতরাও ধরেনাওয়ারের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এই নোটিস জারি করা হয়েছে। দিলজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে তিনি বলেছেন যে গায়ককে যেন লাইভ শোয়ে এমন কোনও গান গাইতে না দেওয়া হয়। রাঙ্গারেড্ডি জেলার মহিলা ও শিশু, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ দপ্তারের জেলা কল্যাণ কর্মকর্তার ৭ নভেম্বর জারি করা নোটিস অনুসারে, অভিযোগকারী একটি ভিডিও প্রমাণ জমা দিয়েছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে দোসাঞ্জ অ্যালকোহল, মাদক এবং হিংসার প্রচারের গান গাইছেন। ২৬ ও ২৭ অক্টোবর দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে লাইভ শো চলাকালীন ওই ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে। নোটিসে বলা হয়, 'আমরা আগে থেকে এই নোটিস জারি করছি যাতে আপনার লাইভ শোয়ে এই ধরনের প্রচার না হয়।

ফের 'লাল গোলাপ' নিয়ে ফিরছেন শফিক রেহমান

বিনোদন ডেস্ক : প্রায় আট বছর পর লাল গোলাপ অনুষ্ঠান নিয়ে টেলিভিশনের পর্দায় ফিরছেন সাংবাদিক ও উপস্থাপক শফিক রেহমান। ইতোমধ্যে অনুষ্ঠানটির দুটি পর্ব রেকর্ডিং হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি। শফিক রেহমান বলেন, "প্রায় আট বছর পর লাল গোলাপ অনুষ্ঠানের দুটি পর্বের রেকর্ডিং করেছি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠানটি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে দেখা যাবে। তিনি সাপ্তাহিক যায়যায়দিন এবং পরে দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ওমৌচাকে ঢিল্ল নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেও আলোচিত হয়েছেন। তবে টেলিভিশন্তেলাল গোলাপ্থ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করে তুমুল জনপ্রিয়তা পান তিনি। লেখক, সম্পাদক, টেলিভিশন অনুষ্ঠান উপস্থাপক এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টট্যান্ট হিসেবেও কাজ করেছেন শফিক রেহমান। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় বিটিভিতে লাল গোলাপ প্রচার হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত অতিথিকে একটি লাল গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতেন। পরে ২০১০ সাল থেকে বেসরকারি টেলিভিশন বাংলাভিশনে অনুষ্ঠানটি প্রচার হতে দেখা যায়। সমসাময়িক দেশী বিদেশিঘটনা নিয়ে এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্ব সাজানো হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদনও থাকে। পাশাপাশি দেখানো হয় বিভিন্ন সিনেমার অংশবিশেষ। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্রের মামলায় ২০২৩ সালের অগাস্টে শফিক রেহমানকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ওই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২০১৬ সালে তাকে পাঁচ মাস কারাগারেও থাকতে হয়েছিল। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যে চলে যান তিনি। গত ৫ অগাস্ট সরকার পতনের ছয় বছরের প্রবাসজীবন থেকে ১৮ অগাস্ট দেশে ফেরেন শফিক রেহমান।

ভাইরাল ভিডিও নিয়ে মুখ খুললেন মিম

বিনোদন ডেস্ক : হঠ্যাৎ করে ব্যাপক আলোচনায় অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। অভিনেত্রীর একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে যা নিয়ে বিব্রত তিনি। ভিডিওতে আতঙ্কিত অবস্থায় দেখা গেছে তাকে। ফেসবুকে ভিডিওটি পোস্ট করে দাবি করা হচ্ছে, পার্লার উদ্বোধন করতে গিয়ে উগ্রবাদীদের রোষানলে পড়েছেন মিম। বিষয়টি ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী। জানালেন, ভিডিওটি দুই মাস আগের। একটি জুয়েলারির শোরুম উদ্বোধনের ভিডিও এটি। বিদ্যা সিনহা মিম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'কিছুদিন ধরেই ফেসবুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিডিওটি। যা নিয়ে অনেকেই ভুল বার্তা ছড়াচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন, আমি নাকি মবের শিকার। আমাকে উদ্বোধনে বাধা দেওয়া হয়েছে। আসলে তো তেমন কিছু ঘটেনি আমার সঙ্গে। প্রতিটি জায়গায়ই ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসা পেয়েছি আমি। এবার দুই মাস আগে একটি জুয়েলারির শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম। তখন ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। আর এটি সেই ভিডিও।' দুই মাস আগের সেই ঘটনা সম্পর্কে মিম বলেন, 'শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়ে হঠাৎই বিকট শব্দ হয়, সঙ্গে ধোঁয়া ছিল। মনে করেছিলাম হয়তো আগুন ধরেছে। মূলত সেটি ছিল একটি ক্যামেরা বিস্ফোরণের। তারপর সেখান থেকে আগুন লাগার গুজব এবং অনেকে ভয় পান। তবে আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ওই ঘটনা বিভি-ন্ন সময় যেভাবে কাটছাঁট করে সামনে আনা হচ্ছে, তা সত্যিই বিব্রত করছে আমায়।' গুজব ছড়ানোর অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'একশ্রেণির মানুষ সেই পুরনো ভিডিওটির মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে। আর এখন ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করলেই অর্থ পাওয়া যায়। এ জন্য একই ভিডিও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। যা অনেককেই অস্বস্তিতে ফেলছে। আর কোনোকিছু যাচাই-বাছাই না করে কোনো ভিডিও পোস্ট করা উচিত নয়।' এর আগে চট্টগ্রাম নগরে ব্যবসায়ী ও তৌহিদি মানুষের বাধার মুখে শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন ছোটপর্দার অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসেন তিনি। তখনও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পরে মেহজাবীন জানিয়েছিলেন যে নিরাপত্তাসংক্রান্ত কিছু সমস্যা হয়েছে বলে তিনি সেই অনুষ্ঠানে যাননি।

ওব্যর্থ প্রেমবিষয়ক উপদেষ্টার খেতাব পেলেন বাপ্পারাজ

বিনোদন ডেস্ক : চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও ব্যবসায়ী সেখ বশির উদ্দিনকে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। এরই মধ্যে রম্যবিষয়ক অনলাইন সাইট 'ইয়ার্কি' আর কোন কোন বিষয়ক উপদেষ্টা করা যেতে পারে, তা নিয়ে মজা করে বেশ কিছু ফটো কার্ড প্রকাশ করেছে। সেখানে ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেতা বাপ্পারাজকে ব্যর্থ প্রেমবিষয়ক উপদেষ্টা উল্লেখ করে একটি কার্ড বানানো হয়। ইয়ার্কির ফটো কার্ডটি অভিনেতা বাপ্প-ারাজের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ফেসবুকে বাপ্পারাজ নিজে সেই কার্ডটি শেয়ার করেছেন। নিজের অভিব্যক্তিও জানিয়েছেন। বাপ্পারাজ বলেন, যেভাবেই হোক, মানুষ আমাকে মনে রেখেছে, আজকেও মনে করে, একজন শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে।

আসছে আসিফের একই গান দুই ভাষায়

বিনোদন ডেস্ক : নতুন গান নিয়ে শ্রোতা-দর্শকদের সামনে হাজির হচ্ছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। শিরোনাম 'ইচ্ছেরা'। গানটি বাংলা ও হিন্দি দুই ভাষায় প্রকাশ হবে। এতে আসিফের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন মুম্বাইয়ের নিকিতা গান্ধী। গানটির বাংলা ভার্সন লিখেছেন কলকাতার বৃদ্ধাদিত্য মুখার্জী। হিন্দিতে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'বেপানা দিল'। এটি লিখেছেন শাদাব আখতার। সুর, সংগীতায়োজন করেছেন রাজীব ও মোনা। এরই মধ্যে গানের রেকর্ডিং শেষ করেছেন আসিফ। নতুন এ গান প্রসঙ্গে আসিফ আকবর বলেন, 'মুম্বাই ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর রাজীব রায় চৌধুরী ভালোবেসে গানটি আমাকে উপহার দিয়েছেন। দুই ভার্সনেই এটি প্রকাশ হবে, তাই সেভাবে গেয়েছি। রেকর্ডিং হয়েছে আরও পাঁচ মাস আগে। এখন হবে গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং।

বিয়ে প্রসঙ্গে যা বললেন ববি

বিনোদন ডেস্ক : গত বুধবার রাতে রীতিমতো বউয়ের সাজে এফডিসিতে হাজির হয়েছিলেন নায়িকা ববি। অনেকে জানতে চাইছিলেন, বিয়ে করছেন কবে? জবাবে তিনিও জানিয়েছেন, বর পেলেই বিয়ে! গণঅভ্যুত্থানের পর জেগে উঠতে শুরু করেছে স্থবির সিনেমা অঙ্গন। বিপ্লব পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ নিয়েও সেদিন ইতিবাচক কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী। নতুন একটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন ববি। ছবির নাম 'বউ'। নির্মাণ করছেন কে এ নিলয়। ছবিতে ডি এ তায়েবের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ববি। গত বুধবার এফডিসিতে ছিল সেই ছবির মহরত। গণঅভ্যুত্থানের পর প্রথম সিনেমা প্রসঙ্গে ববি বলেন, 'নতুন বাংলাদেশে নতুন এক গল্প নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হতে যাচ্ছি। সামাজিক ও পারিবারিক গল্পে নির্মিত হতে যাচ্ছে সিনেমাটি। আশা করছি, সিনেমাটি সবার ভালো লাগবে।' পরিচালক কে এ নিলয় জানান, চলতি মাসের শেষে 'বউ' সিনেমার শুটিং শুর

নৌকা তৈরিতে ব্যস্ত এক কারিগর। সিলেট অঞ্চলে নৌকা কারিগরেরা 'নাও মিস্ত্রি' নামে পরিচিত। গোয়াইনঘাট, সিলেট।

শীতকালীন সবজি আবাদে ব্যস্ত মানিকগঞ্জের চাষিরা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি : অতিবৃষ্টির ফলে বীজতলা নষ্ট ও সেই ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে জেলার চাষিরা আগাম শীতকালীন সবজি আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন। বর্তমানের মতো আবহাওয়া অনুকূল থাকলে ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারবেন বলেও দাবি এসব চাষিদের। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়াতে এ অঞ্চলের সবজির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কম খরচে অধিক লাভ হওয়াতে আগাম শীতকালীন সবজি চাষের চাষিরা ব্যস্ততম সময় অতিবাহিত করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, জেলার সাতটি উপজেলায় কমবেশি সবজির আবাদ হয় তবে সিংগাইর, সাটুরিয়া ও সদর উপজেলার অংশগুলোতেই সবচেয়ে বেশি সবজির আবাদ হয়। গত রবি মৌসুমে জেলায় নয় হাজার ৩৯২ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের সবজির আবাদ করেছিল কৃষকরা। এ বছর সবজি আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে নয় হাজার ৩৮২ হেক্টর জমি। গত বছরের চেয়ে চলতি মৌসুমে সবজির আবাদ কমেছে ১০ হেক্টর। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে সবজির আবাদ হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, আগাম শীতকালীন সবজি চাষে কৃষক তার জমিতে বিভিন্ন জাতের ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, বেগুন, মূলা, করলা, পটল, লাল ও পালং শাক, শসা আবাদ করেছেন। এ সব সবজি শোভা পাচ্ছে মাঠের পর মাঠ এবং ওই সবজিগুলো পরিচর্যার জন্য চাষিরা কাজ করছেন। স্থানীয় চাষিদের জমিতে থাকা বীজতলা অতি বৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তারা। জমিতে কোনো ধরনের পোকা যাতে আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য কীটনাশক দিচ্ছেন। বাঁধাকপি, ফুলকপি ও বেগুনসহ অন্যান্য সবজির বাগানের লাইন সোজা করার জন্য মাটি তুলছেন। বর্তমান সময়ের এক বিঘা জমিতে সবজি আবাদের জন্য কৃষককে গুনতে হচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। এ আগাম সবজি চাষের আশানুরূপ ফলন হলে এবং ভালো বাজার মূল্য ধরতে পারলে কৃষকরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন এমনটাই প্রত্যাশা তাদের। সাটুরিয়া উপজেলার রাইল্লা এলাকার চাষি রেহাজ উদ্দিন বলেন, গত বছরের চেয়ে চলতি মৌসুমে বেগুনের আবাদ কিছু বেশি করেছি। তবে গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে আমার বেশ কিছু জমিতে থাকা বীজতলা নষ্ট হয়ে গেছে। শীতের আগাম বাজার ধরতে উঁচু জমিতে সবজির আবাদ করছি, কপাল যদি ভালো থাকে তবে সব ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারব। উপজেলার কামতা এলাকার আবুল হোসেন নামে আরেক এক চাষি বলেন, এবারের বৃষ্টিতে আমাদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সবজির বাগানের। তবে এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আগাম শীতকালীন সবজির আবাদ করেছি। বর্তমানে যে আবহাওয়া আছে এরকম আবহাওয়া থাকলে আমার জমিতে থাকা ফুলকপির বাম্পার ফলনের আশা রয়েছে। এবার ১৫ বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করছি, বাজার দর যদি ভালো পাওয়া যায়, তবে শীত মৌসুমে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার ফুলকপি বিক্রি করতে পারব। সদর উপজেলার মেঘশিমুল এলাকার চাষি হানিফ বেপারী বলেন, আমি দীর্ঘ দিন ধরে সবজি চাষ করি, এ বছরও আট বিঘা জমিতে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, সিম ও বেগুনের আবাদ করেছি। এ পর্যন্ত প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ হয়েছে জমিতে তবে বাজার ভালো পেলে সব খরচ বাদে পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা লাভ হবে। মানিকগঞ্জ কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরের (খামারবাড়ি) উপ-পরিচালক ড. বরীআহ নূর আহমেদ বলেন, সবজি চাষে খ্যাতি অর্জন করেছে মানিকগঞ্জ, সেই ধারাবাহিকতায় এ বছরও শীতকালে সবজি আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা।

শ্যালকের লোহার দন্ডের আঘাতে ভগ্নিপতির মৃত্যু

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে শ্যালক ইউনুছ আলীর লোহার দন্ডের আঘাতে ভগ্নিপতি মজিবর রহমান ওরফে ময়েজ উদ্দিনর (৬৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) ভোরে অভিযুক্ত শ্যালককে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। এরআগে বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার পৌরশহর সংলগ্ন কালিনগর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মজিবর রহমান একই উপজেলার রুপনারায়নকুড়া ইউনিয়নের আয়নাতলী গ্রামের মৃত মীর শেখের ছেলে। থানা পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, নিহত মীর শেখ বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রীসহ স্ব-পরিবারে শ্বশুরবাড়ি নালিতাবাড়ী পৌরশহর এলাকা সংলগ্ন কালিনগর মহল্লায় বসতবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্যালক ইউনুছ আলী তাদের দুই বাড়ির মাঝখানে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়া দিচ্ছিলেন। ভগ্নিপতি বেড়া দিতে নিষেধ করলে এ নিয়ে উভয়ের মাঝে বাকবিতন্ডা বাঁধে। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে হাতে থাকা লোহার দন্ড (রিকশার এক্সেল) দিয়ে ভগ্নিপতি মজিবরের মাথায় আঘাত করে ইউনুছ। এতে মজিবর রহমান গুরুতর আহত হলে প্রথমে তাকে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। এসময় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎকরা তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে মজিবর মারা যান। রাতে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে পুলিশ বাড়ি থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে শুক্রবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ইউনুছকে পার্শ্ববর্তী এক বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুরিশ। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে জবেদ আলী বাদী হয়ে নালিতাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ছানোয়ার হোসেন জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদনের পর ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো জানান, মামলা গ্রহণ করার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

ঐতিহবাহী হাডুডু খেলা দেখতে উপচে পড়া ভিড়

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি : যুব সমাজকে মাদকমুক্ত ও ক্রীড়া চর্চায় মনোযোগী ও আগ্রহী করে তুলতে জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে আয়োজন করা হয়েছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী হাডুডু খেলা। বৃহস্পতিবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার বাঘমারা ঐক্য পরিষদের আয়োজনে বাঘমারা বিদ্যালয় মাঠে মরহুম ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার স্মৃতি হাডুডু টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততায় হারিয়ে যাওয়া এ ঐতিহ্যবাহী খেলা দেখতে দুপুর থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে শত শত নানা বয়সী মানুষ বাঘমারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসে ভিড় জমায়।

রোপা-আমনে দ্বিগুণ স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন কৃষক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারে বিভিন্ন উপজেলার মাঠে মাঠে দুলছে সবুজ রোপা-আমন ধান। এই ধানগুলো এখনো পাকেনি। পাকতে আরও কিছুদিন বাকি। তিন-চার মাস আগে মৌলভীবাজারের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল কৃষকের স্বপ্ন। প্রথম চাষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় চাষে স্বপ্ন বুনছেন কৃষক। এই ক্ষতি এখন দ্বিগুণ উৎসাহে কাটিয়ে উঠেছেন তারা। কৃষকের উদ্যোগে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেতেই আমন ধানের চাষ হয়েছে। দ্বিতীয় চাষে কৃষকের স্বপ্ন নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আমন। কৃষকরা আশঙ্কা করছেন, দেরিতে চাষে ফসলের উৎপাদন লাভজনক হয় কি না? এ ধরনের প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমির আমন ধান পর্যবেক্ষণে রেখেছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ। তবে চলতি বছর বন্যার কারণে প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল লক্ষ্যমাত্রা। জেলার কৃষি বিভাগ জানায়, পানিতে কয়েকদিন তলিয়ে থাকার পরও আগাম জাতের বিনা-১৭ ও ৭, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫সহ কিছু জাত টিকে থাকতে পারে। মৌলভীবাজারের সদর উপজেলার স্থানীয় কৃষক আমিন উল্লাহ বলেন, বন্যা আমাদের স্বপ্ন শেষ করে দিয়েছে। ক্ষেতে রোপণ করা হালিচারাগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। এসব জমিতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে হালিচারা কিনে রোপণ করা হয়েছে। এতে খরচও দ্বিগুণ হয়েছে। বন্যার আগে এক কিয়ার (৩০ শতক) জমিতে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু বন্যার কারণে সেই জমিতে প্রায় আট হাজার টাকা খরচ পড়েছে। কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, বন্যাপরবর্তী সময়ে কৃষকের পক্ষে নতুনভাবে বীজতলা তৈরিসহ আবার রোপণ কঠিন হয়ে পড়ে। এরপরও অনেক কৃষক আমনের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করেছেন। এতে কৃষকদের বাড়তি টাকা খরচ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কৃষকেরা দেরিতে চাষে কতটুকু ফসল হবেন, তা বিবেচনা করেননি। তবে কাউয়াদীঘি হাওরাঞ্চলে এবার আমন চাষ ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একদিকে বৃষ্টি ও অন্যদিকে বন্যার পানি জমাট বেঁধে কাউয়াদীঘি হাওর পারে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়।

গজারিয়ায় ছয় মাসে কয়েকটি লাশ উদ্ধার

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : গত ছয় মাসে গজারিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি লাশ উদ্ধার করা হয়। যার অধিকাংশেরই হত্যার রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি পুলিশ। চলতি বছরের গত ১৫ এপ্রিল, উপজেলার টেংগারচর ইউনিয়নের বৈদ্দারগাঁও গ্রামে ভুট্টা ক্ষেতের পাশ থেকে এক তরুণীর লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশের পাশে একটি রক্তমাখা কাঁচি পাওয়া যায়। শারীরিক অবস্থা দেখে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে এখনো পর্যন্ত হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পারিনি পুলিশ। সর্বশেষ গত ১২ সেপ্টেম্বর, মুদারকান্দি ও আড়ালিয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে থেকে এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। সার্বিক অবস্থা দেখে তাকে হত্যা করা হয়েছে মনে হলেও হত্যার রহস্য এখনো উন্মোচন করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনায় জড়িত কাউকে আটকও করা যায়নি। সেনসিটিভ মামলায় তড়িৎ গতিতে নেপথ্যের ঘটনা উন্মোচনে মুন্সীয়ানা দেখিয়ে গেছেন গজারিয়া থানার সাবেক ওসি রইস উদ্দিন। দেখতাম এ সকল মামলা উনি নিজে হ্যান্ডেল করতেন। বিভিন্নভাবে কৌশল খাটিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তিনি হত্যার রহস্য উন্মোচন করে ফেলতে পারতেন। একমাত্র সেনাবাহিনীতে সদ্য চাকরি পাওয়া জাহিদ হোসেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছাড়া ওনার আমলে সকল হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনে সফল হয়েছেন তিনি। কিন্তু বর্তমানে আমরা হতাশাজনক চিত্র দেখতে পাচ্ছি। পুলিশের ইচ্ছে নেই নাকি দক্ষতার অভাব সেটাই বুঝতে পারছি না। তাহলে কি অপরাধীরা দিনের পর দিন ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে?

মান্দায় ৫টি মোটরসাইকেলে অগ্নি সংযোগ আহত ৪

নড়াইল প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় একটি ক্লাবের কমিটি গঠন নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে ৫টি মোটরসাইকেল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে আরও ৫টি মোটরসাইকেল। এসময় প্রতিপক্ষের মারধরে চারজন আহত হন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌণে ৮টার দিকে উপজেলার নুরুল্লাবাদ ইউনিয়নের কালিগ্রাম জাগরনী ক্লাব চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। হামলায় আহতরা হলেন, জাগরনী ক্লাবের বর্তমান সভাপতি আবু এহিয়া সরকার হীরা (৫৮), শরীফ উদ্দিন (৩৫), আব্দুল হাকিম (৩২) ও মিঠু হোসেন (৩৪)। আহত শরীফ হোসেন ও আব্দুল হাকিমকে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন ক্লাবের সভাপতি আবু এহিয়া সরকার হীরা ও মিঠু হোসেন। জাগরনী ক্লাবের সভাপতি আবু এহিয়া সরকার হীরা বলেন, 'পুরাতন কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় ক্লাবের নতুন কমিটি গঠনের লক্ষে বৃহস্পতিবার রাতে সাধারণ সভার দিন ধার্য্য ছিল। ওই সভায় যোগদানের জন্য সন্ধ্যার পরে দেলুয়াবাড়ি বাজার থেকে একটি ভ্যান নিয়ে রওনা হই। রাত সাড়ে ৭টার দিকে ক্লাবের কাছে পৌছা মাত্র পূর্ব পরিকল্পিভাবে ইউপি সদস্য রাজু আহমদের নেতৃত্বে আমার ওপর হামলা চালানো হয়।' সভাপতি হীরা সরকার আরও বলেন, এ সময় আমাকে বাঁচানোর জন্য শরীফ উদ্দিনসহ অন্যরা এগিয়ে এলে তাদেরও মারধার করা হয়। এতে শরীফ উদ্দিন, আব্দুল হাকিম ও মিঠু হোসেন আহত হন। পরে রাজু আহমদের লোকজন ৫টি মোটরসাইকেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ভাঙচুর করে আরও ৫টি মোটরসাইকেল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাগরনী ক্লাবের একাধিক সদস্য জানান, শরীফ উদ্দিন ক্লাবের সদস্য নন। এর পরও তিনি সেখানে গিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। এতে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির সুনাম নষ্ট করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য রাজু আহমেদের মোবাইলফোনে যোগাযোগ করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ঘটনার এখন পর্যন্ত কেউ এজাহার করেননি। পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে বাইসাইকেল র‍্যালী

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিতে বৈশ্বিক প্রতিবাদের অংশ হিসেবে পাবনার চাটমোহরে বাইসাইকেল র?্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় উপজেলা পরিদে শহীদ মিনার চত্বরে বাইসাইকেল র?্যালীর উদ্বোধন করেন চাটমোহর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রব মিঞা। ধরিত্রি রক্ষায় আমরা (ধরা),ওয়াটার কিপার,এশিয়ান এনার্জি নেটওয়ার্ক ও এপিএমডি'র সহযোগিতায় এবং চলনবিল রক্ষায় আমরা'র আয়োজন চাটমোহর প্রেসক্লাবের সভাপতি ও চলনবিল রক্ষায় আমরা'র উপজেলা আহবায়ক হেলালুর রহমান জুয়েলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন,চলনবিল রক্ষায় আমরা'র সমন্বয়কারি জাহাঙ্গীর আলম মধু,চাটমোহর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রকিবুর রহমান টুকুন প্রমূখ,শিক্ষিকা মনিরা পারভীন প্রমুখ। পরে সাইকেল র?্যালীটি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে পৌর সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়ে। র?্যালীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেন অর্ধশতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

মোল্লাহাটে অবৈধ বিড়ি কারখানায় অভিযান

মোল্লাহাট, বাগেরহাট : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে যৌথবাহিনীর অভিযানে অবৈধ বিড়ি কারখানার ৪২ বস্তা শুকা (তামাক) ও নকল ব্যান্ড রোল সহ বিভিন্ন উপকরণ জব্দ পূর্বক পুড়িয়ে ভস্ম করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার সরস-পুর গ্রামের আমজাদ মোল্লার বাড়ির অবৈধ বিড়ি কারখানা থেকে ওই সব উপকরণ জব্দের পর পুড়িয়ে ভস্ম করা হয়। উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হরেকৃষ্ণ অধিকারী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যৌথ বাহিনীর অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃষকদলের কমিটি ঘোষনা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার কৃষকদলের ৪১সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি শুক্রবার বিকালে ঘোষনা করা হয়েছে ।জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মো.শামীম মোল্লা এবং সদস্য সচিব জিল্লুর রহমান যৌথ স্বাক্ষরতি জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের প্যাডে এই আহবায়ক কমটি ঘোষনা করা হয় ।এই কমিটিতে হাজী মো.আলাল শাহকে আহবায়ক,১০জনকে যুগ্ম আহবায়ক এবং মো.ছালাম সওদাগরকে সদস্য সচিব করে ৪১ সদসস্যের আহবায়ক কমিটি ঘোষনা করে ।এই বিষয়ে জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মো.শামীম মোল্লা বলেন,আশুগঞ্জে দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদলের কমিটি নাই। তাই জাতীয়তাবাদীদলকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য আশুগঞ্জে কৃষকদলের আহবায়ক কমিটি দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি জাতীয়তাবাদীদলকে ভবিষ্যতে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করবে বলে তিনি মনে করেন ।নবগঠিত কমিটির আহবায়ক হাজী মো.আলাল শাহ বলেন,নবগঠিত কৃষকদলের আহবায়ক হিসাবে আমি মনে করি এই কমিটি অনেক শক্তিশালী এবং দলকে ভবিষ্যতে আরো গতিশীল করবে ।সদস্য সচিব ছালাম সওদাগর বলেন,হাই কমান্ডের নির্দেশে আমি দলের কল্যানে কাজ করব ।

ছয়শ' টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রির উদ্বোধণ

বরিশাল প্রতিবেদক : সিন্ডিকেট ভাঙতে এবং সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্পমূল্যে গরুর মাংস ক্রয় করতে পারেস সে লক্ষ্যে জেলার গৌরনদী উপজেলার তিনটি বাজারে ছয়শ' টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কার্যালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার সকালে উপজেলার আশোকাঠী বাজারসহ তিনটি বাজারে এ কার্যক্রমের উদ্বোধণ করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক মো. আবু আবদুল্লাহ খান। এ সময় উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মো. রাজিব হোসেন, উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডা. পলাশ সরকার, মাংস বিক্রেতা বাবুল সরদার, দেলোয়র সরদারসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মাংস বিক্রেতা বাবুল সরদার ওরফে বাবুল কসাই জানান, প্রতিদিন সকাল ছয়টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় আশোকাঠী, মাহিলাড়া ও বাটাজোর বাজারে ছয়শ' টাকা কেজি দরে গরুর মাংস বিক্রি করা হবে। পরবর্তীতে এর পরিধি বাড়ানো হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবু আবদুল্লাহ খান বলেন, সিন্ডিকেটের কারণে ৭৫০ টাকা মূল্যে প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি করায় দীর্ঘদিন থেকে সাধারণ মানুষ গরুর মাংস ক্রয় করতে পারছেন না। সেই পুরনো সিন্ডিকেট ভেঙে সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্পমূল্যে গরুর মাংস ক্রয় করতে পারেন সে লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘুর্নিঝড় সিডর উপলক্ষে স্বরণসভা

বরগুনা প্রতিনিধি : ১৫ নভেম্বর ২০০৭ ঘুর্নিঝড় সিডর উপলক্ষে বরগুনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে সদর উপজেলার নলটোনা ইউনিয়নের গর্জনবুনিয়ায় সিডর স্মৃতি স্তম্ভে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯ টায় নিহতদের স্বরনে দোয়া ও স্বরণসভা অনুস্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বরগুনা প্রেসক্লাবের সভাপতি গোলাম মোস্তফা কাদের। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বরগুনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শামিম মিঞা, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রেজবুল কবির, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম শফিক উজ্জামান মাহফুজ। উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি চিত্তরঞ্জন শীল,জাকির হোসেন মিরাজ,সিনিয়র সহ- সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাধারন সম্পাদক জাফর হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুজাফর সালেহ, নলটোনা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান।

বগুড়ায় রবি মৌসুমে সোয়া ১ লাখ টন ভুট্টা উৎপাদন

বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়া জেলায় গেল রবি ও খরিপ মৌসুমে ভুট্টা চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছেন চাষিরা। জেলার ১২টি উপজেলায় প্রায় ১ লাখ ২৭ হাজার ৫০০ মেট্রিকটন ভুট্টা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বাজারে ভুট্টার দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষক ভুট্টা বিক্রি করে অপ্রত্যাশিত লাভবান হচ্ছেন। মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-সহকারী পরিচালক কৃষিবিদ মো. ফরিদুর রহমান বাংলানিউজকে এই পরিসংখ্যান দেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলায় রবি মৌসুমে ১২ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও চাষাবাদ হয়েছে ১৪ হাজার ৬০৩২ হেক্টর জমিতে। খরিপ-১ মৌসুমে মোট ৭শ' ১৪ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়। রবি মৌসুমে যার মোট উৎপাদন লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন এবং খরিপে-১ মৌসুমে (৭১৪ হেক্টর জমিতে) ৩ হাজার ৬০৫ মেট্রিক টন ভুট্টা। জানা গেছে, বগুড়া জেলার তিনটি উপজেলা (সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট) যমুনা নদী বেষ্টিত। এরমধ্যে সারিয়াকান্দির প্রায় ৭টি, সোনাতলার ৩টি ও ধুনটের ১টি ইউনিয়ন পুরোপুরি যমুনায় ঘেরা। এ তিন উপজেলাসহ জেলার কয়েকটি উপজেলায় অনেক কৃষক নিয়মিতভাবেই তাদের ফসলি জমিতে প্রতিবছর ভুট্টা চাষ করে থাকেন। জীবিকার তাগিদে এই ফসলের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল তারা। বগুড়ায় এ বছর রোগবালাই ও বন্যায় তেমন ক্ষতি করতে পারেনি ফসলের। ফসলও গত বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে। এ ফসল উৎপাদনে কৃষক ত্রিমুখী ভাবে লাভবান হয়ে থাকে। কেননা জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ভুট্টার ফল ব্যতীত বাকি অংশ এবং গো-খাদ্যের জন্যেও উপযুক্ত ভুট্টার গাছ। জেলার শেরপুর, ধুনটসহ কয়েকটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে চাষিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা গেছে, ভুট্টা চাষাবাদের জন্য জমি প্রস্তুত করতে বীজ, সার, পানি, জমি প্রস্তুত- লাগানো, শ্রমিক মজুরি, কাটা-মাড়াইসহ প্রতিবিঘায় তাদের খরচ হয় সর্বোচ্চ ১২-১৫ হাজার টাকা। এরমধ্যে প্রতিবিঘায় উৎপাদন হয় গড়ে ৩০-৩৫ মণ হারে। আগের মৌসুমে তারা প্রতিমণ শুকনো ও সব থেকে ভালো ভুট্টা বাজারে বিক্রি করছেন এক হাজার ১০০ থেকে এক হাজার ২০০ টাকা এবং একটু ভেজা ভুট্টা বিক্রি করছেন ৯০০ টাকায়। এ বছর প্রতিমণ শুকনো ভুট্টা বাজারে বিক্রি করেছেন এক হাজার থেকে এক হাজার ৩০০ টাকা। এ ফসল ধানের তুলনায় লাভ জনক ও জমিতে সেচ কম দিতে হয়। ফলনও বেশি ভালো হয়। প্রায় সময়ই বাজারে দাম ভালো থাকে এ ফসলের। সারিয়াকান্দি উপজেলার ভুট্টা চাষি মানিক মিয়া বাংলানিউজকে বলেন, তাদের এলাকায় চরাঞ্চলে ব্যাপক পরিসরে ভুট্টা চাষ হয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তাদের টিকে থাকতে হয়। কেননা চরের পলি বা বেলে যুক্ত মাটি সাধারণত পানি ধরে রাখতে পারে না। পানির স্তরও তেমন একটা ভাল না। তাই স্বল্প সেচের ফসল চরের মাটিতে চাষের চিন্তা করতে হয় তাদের। তাই স্বল্প সেচের ফসলের কথা চিন্তা করে ও নিজেদের ভাগ্য বদলে ভুট্টা চাষ বেছে নেন তারা। তিনি আরও বলেন, কয়েক বছর আগে থেকে চরাঞ্চলের কৃষক অল্প অল্প করে ভুট্টার আবাদ শুরু করেন। সময়ের ব্যবধানে চাষের জমির পরিধি বাড়িয়ে দেন তারা। সেই ধারাবাহিকতায় এ বছরও চরের অনেক জমিতে ভুট্টা চাষ করেন চরাঞ্চলের চাষিরা। এ বছর ভুট্টা চাষ করে এতো লাভ হবে তা ভাবতেই পারেনি।

ঝিকরগাছা কলেজে একাদশ শ্রেণির ক্লাস উদ্বোধন

ঝিকরগাছা, যশোর প্রতিনিধি : শুক্রবার সকালে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার ঝিকরগাছা মহিলা কলেজ টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) এইচএসসি প্রোগ্রামের ২০২৪ সালের ক্লাস উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক সেখ সোহেল আহমেদ এবং উপ আঞ্চলিক পরিচালক মোহাঃ আব্দুল হান্নান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টায় যশোরের ঝিকরগাছা মহিলা কলেজ টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) পরিচালিত এইচএসসি ২০২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ক্লাস উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ঝিকরগাছা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এবং টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের সমন্বয়কারী মোঃ ইলিয়াস উদ্দীন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন - বাংলাদেশ উন্মুক্ত বি

প্যারাগুয়ের বিপক্ষে হারল মেসির আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থানে আর্জেন্টিনার অবস্থান, বিপরিতে দক্ষিণ আমেরিকার আরেক দেশ প্যারাগুয়ে রয়েছে ৫৫তে। তারপরও প্যারাগুয়ের বিপক্ষে শক্তিশালী একাদশ নিয়েই মাঠে নেমেছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে গোলবারের দায়িত্বে ফিরেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। এছাড়া আক্রমণ ভাগে ছিলেন লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ ও লাউতারো মার্তিনেজ ত্রয়ী। তবুও পারল না আর্জেন্টিনা। ম্যাচে এগিয়ে থেকেও লজ্জার পরাজয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মেসিরা। প্যারাগুয়ের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। গতকাল শুক্রবার আসুনসিওনের দেল চাকো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় মাঠে নামে দুই দল। ম্যাচের ১১ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজের বাঁ পায়ের ফিনিশিংয়ে আর্জেন্টিনাই এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাচে। তবে পরের মুহূর্তটি ম্যাজিক! আন্তোনিও সানাব্রিয়ার চোখ ধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে করা গোলে সমতায় ফেরে স্বাগতিক প্যারাগুয়ে। এরপর প্যারাগুয়েএই স্বস্তিকে আনন্দে রুপ দেন ওমর আলদেরেতে। ৪৭ মিনিটে তার হেডে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। লিওনেল মেসি পুরো সময় মাঠে থাকার পরও আর্জেন্টিনা আর পারেনি। ২-১ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছেড়েছে লিওনেল স্কালোনির দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একটি সংস্করণে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারাল প্যারাগুয়ে। গত সেপ্টেম্বরে এই দলের কাছে চাকো স্টেডিয়ামেই হেরেছে ব্রাজিল। সফরকারী আর্জেন্টিনার ম্যাচের ৬৯ মিনিটে ম্যাচে ফেরার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল। বাঁ প্রান্ত থেকে হুলিয়ান আলভারেজের দূরপাল্লার পাস পান রদ্রিগো দি পল। ডান প্রান্ত দিয়ে ফাঁকা পেয়ে ছুটে বল নিয়ে বক্সেও ঢুকে পড়েন। কিন্তু প্যারাগুয়ে গোলকিপার গাতিতো ফার্নান্দেজকে একা পেয়েও বল মারেন পোস্টের ওপর দিয়ে। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে মেসির ক্রস থেকে ভ্যালেন্তিন কাস্তেয়ানোসের হেড একটুর জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। পিছিয়ে পড়ে এমন আরও কিছু সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। মেসিকেও দেখা যায়নি তার চেনা রুপে। উল্লেখ্য, ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে আর্জেন্টিনা। ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে কলম্বিয়া। আর আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছে প্যারাগুয়ে।

ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে নেই সাকিব, জানা গেল কারণ

স্পোর্টস ডেস্ক : সাধারণত প্রতি সপ্তাহের বুধবার ছেলেদের ক্রিকেটের হালনাগাদকৃত র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে আইসিসি। এরই ধারাবাহিকতায় এই সপ্তাহের হালনাগাদকৃত র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। অনেকটা বিস্ময় জাগিয়ে সেই র‍্যাঙ্কিংয়ে নেই বাংলাদেশি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের নাম। এবার জানা গেল র‍্যাঙ্কিংয়ে সাকিবের না থাকার কারণ। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ক্রিকেটার টানা ১২ মাস ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টিতে না খেললে র‍্যাঙ্কিং থেকে তিনি বাদ পড়েন। আর টেস্টের ক্ষেত্রে টানা ১৫ মাস খেলার বাইরে থাকলে নাম কাটা পড়ে র‍্যাঙ্কিং থেকে। সাকিব সবশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন এক বছরের বেশি সময় আগে, ২০২৩ সালের ৬ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বিশ্বকাপের পর বাংলাদেশ দুটি ওয়ানডে সিরিজ খেললেও সাকিব কোনটিতেই খেলেননি।

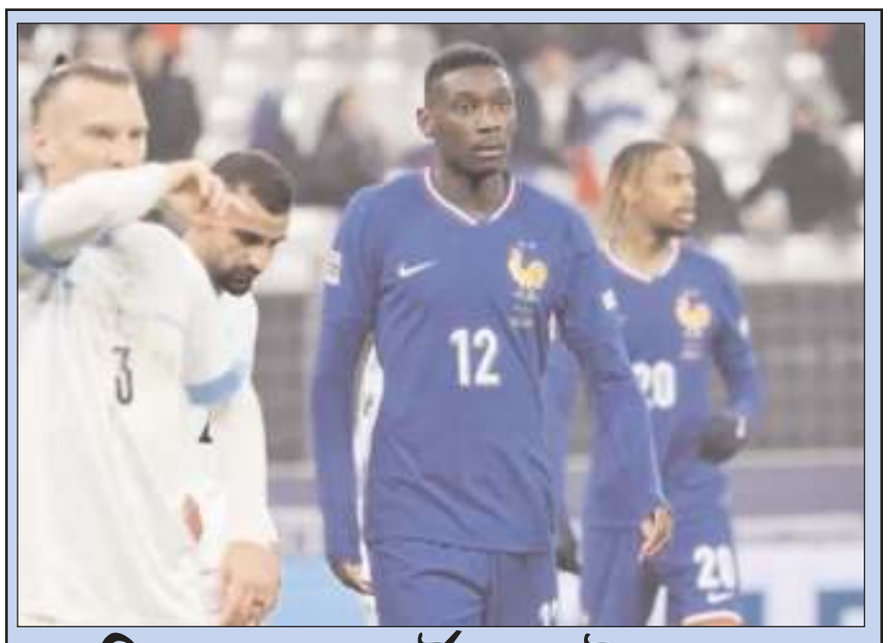

না জিতেও কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স

স্পোর্টস ডেস্ক : ইসরায়েলের বিপক্ষে গ্রুপপর্বের পঞ্চম ম্যাচ না জিতেও উয়েফা নেশন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ফ্রান্স। তারা ঘরের মাঠে ইসরায়েলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে। যা ১৯ বছর পর ইসরায়েলের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগির ঘটনা। এর আগে ২০০৫ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে তাদের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেছিল ফ্রান্স। এবার অবশ্য পয়েন্ট ভাগাভাগি করেও সমস্যা হয়নি দিদিয়ের দেশমের শিষ্যদের। এই ড্রয়ের পরও ৫ ম্যাচ থেকে ১০ পয়েন্ট নিয়ে 'এ২ গ্রুপে' দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ আটে নাম লিখিয়েছে। সমান ম্যাচ থেকে ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ইতালি পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে। এদিন পুরো ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করে খেলেও গোল পায়নি ফ্রান্স। ম্যাচের ৭০.৫ শতাংশ বলের দখল ছিল তাদের কাছে। তারা এদিন ২৪টি শট নিয়েছিল ইসরায়েলের গোলপোস্টের দিকে। তার মধ্যে ৮টি ছিল অন টার্গেটে। ইসরায়েল শট নিয়েছিল ৩টি, তার মাত্র একটি ছিল অন টার্গেটে।

ফ্রান্স এদিন কর্নারও পেয়েছিল ৮টি। কিন্তু কেবল গোলটিই পায়নি তারা। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে আগামী সোমবার (১৮ নভেম্বর) দিবাগত রাতে ইতালির মুখোমুখি হবে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেলে ফ্রান্সের সম্ভাবনা থাকবে ইতালিকে পেছনে ফেলে গ্রুপসেরা হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার।

নিষেধাজ্ঞা পেলেন সাবেক লঙ্কান ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক : এখনও দুই মাসও হয়নি শ্রীলঙ্কার সাবেক ব্যাটার দুলিপ সামারাবিরা ২০ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) কাছে থেকে। এবার অস্ট্রেলিয়ায় অন্য এক নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে অনুপযুক্ত আচরণের দায়ে আরও ১০ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা পেলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার এক নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে অসঙ্গত আচরণের দায়ে গত ১৯ সেপ্টেম্বর সামারাবিরাকে ২০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে এবার আরেক অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে অনুপযুক্ত আচরণের দায়ে সামারাবিরাকে আরও ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে সিএ। এই সময়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনগুলো, বিগ ব্যাশ বা নারীদের বিগ ব্যাশ, কোথাও তিনি কোনো ধরনের কাজ করতে পারবেন না ২০৪৪ সাল পর্যন্ত। ততদিনে তার বয়স হবে ৭২ বছর। সামারাবিরা অস্ট্রেলিয়ার নতুন যে নারী ক্রিকেটারের সঙ্গে অনুপযুক্ত আচরণের দায়ে আরও ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন তা তার আগের ২০ বছরের সঙ্গে বাড়তি যোগ হবে না, বরং এর মধ্যেই থাকবে। এর আগে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার হয়ে সাত টেস্ট ও পাঁচ ওয়ানডে খেলেছেন সামারাবিরা। ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটেও তখন তিনি ছিলেন বড় নাম।

ভিনির পেনাল্টি মিসে ড্রয়ের হতাশায় পুড়ল ব্রাজিল

স্পোর্টস ডেস্ক : গত মাসের টানা দুই জয়ে ছন্দে ফেরার যে আভাস দিয়েছিল ব্রাজিল, তা ফিকে হতে দেরি হলো না। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রথমে এগিয়ে গিয়ে আশা জাগালেও, ব্যবধান ধরে রাখতে পারল না পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তারপরও তাদের সামনে সুযোগ এসেছিল; কিন্তু স্পট কিকে ব্যর্থ হয়ে হতাশ করেন ভিনিসিউস জুনিয়র। প্রতিপক্ষের মাঠে গত বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি ১-১ ড্র করেছে ব্রাজিল। রাফিনিয়ার গোলে দরিভাল জুনিয়রের দল এগিয়ে যাওয়ার পর সমতা টেনেছেন তেলাস্কো সেগোভিয়া। অক্টোবরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে চিলির মাঠে ২-১ গোলে জয়ের পর, পেরুকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় ব্রাজিল। এতে জাগে নিজেদের খুঁজে ফেরা দলটির স্বরূপে ফেরার আশা। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ড্র তাদের জন্য একটাই ধাক্কাই। আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরুটাও বেশ ভালো করে ব্রাজিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি তারা। প্রতিপক্ষের ভুলে নবম মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় ব্রাজিল। নিজেদের সীমানায় বল হারায় ভেনেজুয়েলা এবং সেই সুযোগে ক্ষিপ্রতায় বক্সে ঢুকে আগুয়ান গোলরক্ষককে কাটিয়ে কাটব্যাক করেন ভিনিসিউস জুনিয়র, দারুণ পজিশনে বল পেয়ে উড়িয়ে মারেন রাফিনিয়া। একের পর এক আক্রমণ করতে থাকা ব্রাজিল ২২তম মিনিটে একটুর জন্য গোল পায়নি; সাভিনিয়োর থ্রু পাস বক্সে পাওয়া ভিনিসিউসের নেওয়া শট পোস্টে লাগে।

ওই আক্রমণেই সতীর্থের পা ঘুরে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে শট নেন মিডফিল্ডার গেরসন, ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। প্রথম ২৫ মিনিটের চাপ সামলে ২৭তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণ শাণায় স্বাগতিকরা। গোলের উদ্দেশ্যে প্রথম শটও নেয় তারা, যদিও প্রতিপক্ষকে সেভাবে ভাবাতে পারেনি। ৪৩তম মিনিটে রাফিনিয়ার অসাধারণ নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। প্রায় ২০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত ফ্রি কিকে বল ঠিকানায় পাঠান বার্সেলোনায় হয়েও দারুণ সময় কাটানো এই ফরোয়ার্ড, বল দূরের পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়। প্রথমার্ধে তেতে ওঠার আভাস দেওয়া ভেনেজুয়েলা বিরতির পর খেলা মাঠে গড়াতেই গোল পেয়ে যায়।

ব্রাজিলিয়ান রেফারিকে শাসালেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে প্যারাগুয়ের কাছে হেরে গেছে আর্জেন্টিনা। ২-১ গোলে হারা ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন লিওনেল মেসি। এমনকি মেজাজ হারিয়ে মাঠেই রেফারির সঙ্গে একচোট বাকবিতণ্ডাও হয়েছে আর্জেন্টাইন অধিনায়কের। আহ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় ভোরে মাঠে গড়ায় ম্যাচটি। শুরুটা দারুণ হয় আর্জেন্টিনার। একাদশ মিনিটে লাউতারো মার্তিনেজ লিড এনে দিয়েছিলেন আলবিসেলেস্তেদের। কিন্তু ১৯তম মিনিটে আন্তোনিও সানাব্রিয়া দুর্দান্ত বাইকেল কিকে গোল করে সফরকারীদের সমতায় ফেরান। গোল হজমের পর আর্জেন্টিনা ছন্দ হারায়। আক্রমণের ধার কমে আসে। রক্ষণের দুর্বলতা প্রকাশ্যে চলে আসে। এর ধারাবাহিকতায় বিরতির দুই মিনিট পরে তারা আরও এক গোল হজম করে। ফ্রি কিকের বল পেয়ে দারুণ হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার ওমর আলদেরেতে। প্যারাগুয়ের হুলিও এনকিসোকে আর্জেন্টিনার লিওনার্দো বার্লের্দি ফাউল করলে ফ্রি কিকের বাঁশি বাজান রেফারি। দলের এমন বেহাল দশার দিনে মেসি ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। তবে এজন্য প্যারাগুয়ের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভূমিকাও কম নয়। পারাগুয়ের দ্বিতীয় গোল করা আলদেরেতে ৩৩তম মিনিটে ফাউল করে একবার হলুদ কার্ড দেখেছিলেন। চার মিনিট পর মেসিকে ফাউল করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানোর দাবি জানায় আর্জেন্টিনা। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান রেফারি আন্দেরসন দারাঙ্কো তাতে কান দেননি। অথচ তখন লাল কার্ড দেখলে দ্বিতীয় গোলটি হয়তো হজম করতে হতো না আর্জেন্টিনাকে। প্রথমবার দাবি না মানায় একবার ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেসি। বিরতির সময় সতীর্থ নিকোলাস ওতামেন্দিকে নিয়ে আরও একবার রেফারির দিকে তর্জনি উঁচিয়ে ক্ষোভ ঝাড়েন তিনি। পুরো ম্যাচেই মেসিকে বেশ কয়েকবার বাজে ট্যাকলের শিকার হতে হয়। শুধু কি তাই, গ্যালারিতে মেসির ১০ নম্বর জার্সি নিষিদ্ধ করেছিল প্যারাগুয়ে। ফলে মেসিকে ঘিরে যে 'ক্রেজ' দেখা যায়, তা এই ম্যাচে অনেকটা অনুপস্থিত ছিল।

লাইফস্টাইল

শীতের সকালে কোন পানীয়গুলো উপকারী?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রকৃতিতে শীত আসি আসি করছে। সেইসঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আলস্য। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজের একটি হলো এই শীতের সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠা। আমাদের শরীর ও মন যেন আরেকটু উষ্ণতা চায়। তবে কাজের প্রয়োজনে আরামদায়ক বিছানা ছাড়তেই হয়। আবার দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকাও কোনো কাজের কথা নয়। তাই শীতের সকালে ঝটপট ঘুম তাড়াতে এবং একইসঙ্গে আরাম ও পুষ্টি পেতে চুমুক দিতে পারেন উষ্ণ কোনো পানীয়তে। শীতের সকালে কোন পানীয়গুলো উপকারী? চলুন জেনে নেওয়া যাক- আদা-লেবু চা, আদা এবং লেবুও চা শীতের সকালের জন্য একটি উপকারী পানীয় হতে পারে। আদার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য শরীরকে উষ্ণ করতে এবং পেশী প্রশমিত করতে সাহায্য করে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মৌসুমী সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই চা তৈরি করার জন্য গরম পানিতে কয়েক টুকরা আদা যোগ করুন এবং অর্ধেক লেবু চেপে নিন। এবার চুমুক দিন উষ্ণ এই পানীয়তে। হলুদ দুধ, গোল্ডেন মিল্ক, হলুদ দিয়ে তৈরি একটি পানীয়। এটি প্রদাহ বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। হলুদে কারকিউমিন রয়েছে, যা হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়। গরম দুধে এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া মেশান, তার সঙ্গে যোগ করুন এক চিমটি কালো মরিচ (শরীরে কারকিউমিন শোষণ করতে সাহায্য করার জন্য), এবং ইচ্ছা হলে মধু দিয়ে মিষ্টি করুন। দারুচিনি-মধুর পানি, দারুচিনি এবং মধুর মিশ্রণ আপনার বিপাক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে। দারুচিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল করতে সাহায্য করতে পারে, এটি শীতের সকালের পানীয় হিসেবে দুর্দান্ত। শুধু একটি দারুচিনির টুকরা বা আধা চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া গরম পানিতে যোগ করুন, এরপর এক চা চামচ মধু মিশিয়ে নাড়ুন। শীতের সকালে এই পানীয় আপনার জন্য দারুণ আরামদায়ক হবে। ক্যামোমাইল-ল্যাভেন্ডার চা, ক্যামোমাইল এবং ল্যাভেন্ডার শান্ত প্রভাবের জন্য সুপরিচিত, এই চা মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতেও কাজ করে। বিশেষ করে শীতের মাসগুলোতে এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। ক্যামোমাইল হালকা ধরনের তাই হজমে সহায়তা করে, ল্যাভেন্ডার প্রশান্তিদায়ক সুবাস যোগ করে। এই চা তৈরি করার জন্য কয়েক মিনিটের জন্য গরম পানিতে ক্যামোমাইল এবং ল্যাভেন্ডার মিশিয়ে জ্বাল দিন। তৈরি হয়ে গেলে সামান্য মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন।

বাড়িতে খরগোশ পুষতে চান?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বাড়িতে খরগোশ পুষতে চান? বাড়িতে খরগোশ পোষার চল বহুদিনের। বাড়িতে খুদে সদস্য থাকলে, তার মন ভোলাতে খরগোশ-শাবক কিনে আনেন অনেক বাবা-মা। বাড়িময় লম্ফঝম্প করে বেড়ায় তারা। হাতে করে খাবার দিলে কোলে উঠে দিব্যি খায়। আবার, শখের পাশাপাশি ব্যবসায়িক কারণেও খরগোশ পালন করেন অনেকে। তবে খরগোশ পুষতে হলে কিছু বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন। পোষা খরগোশের যত্ন নেওয়ার উপায় সম্বন্ধে অবগত থাকা জরুরি। খরগোশের ঘর বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় খরগোশের জন্য ছোট্ট ঘেরা জায়গা তৈরি করে দিন। মেঝের উপর মোটা করে তুষ বা খড় বিছিয়ে দিলেই, তার মধ্যে খরগোশেরা ভাল থাকবে। পুরুষ ও স্ত্রী খরগোশ কিনে আনলে তাদের জন্য আলাদা-আলাদা জায়গা বাছুন। কারণ এরা খুব দ্রুত প্রজনন করে। তবে, যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিপালনের ইচ্ছা থাকে তাহলে একসঙ্গে রাখা যেতে পারে। খাঁচা রাখুন খোলামেলা জায়গায়, খরগোশ খুব ছটফটে প্রাণী। এদের খাঁচায় রাখলে বড়সড় খাঁচা কেনাই ভাল। খাঁচা এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে প্রচুর আলো, বাতাস আছে। স্যাঁতসেঁতে ভেজা জায়গায় বা অন্ধকার জায়গায় খাঁচা রেখে দিলে খরগোশেরা তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়বে। একই খাঁচায় গাদাগাদি করে অনেক খরগোশ রাখবেন না। মাঝেমধ্যে খাঁচা থেকে বার করে ওদের খেলতে দিতে হবে। খরগোশেরা দৌড়ঝাঁপ করতেই বেশি পছন্দ করে। পশু চিকিৎসকেরা বলছেন, বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় ওদের ছেড়ে দিন। বাড়িতে বাগান থাকলে খুব ভাল। সারা ক্ষণ বন্দি করে রাখলে ওরা তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়বে। কী খাবে পোষ্য, কী প্রজাতির খরগোশ পুষছেন তার উপর নির্ভর করছে ডায়েট। পোষা খরগোশকে কী খাওয়াবেন সেটা পশু-চিকিৎসকের থেকে জেনে নেওয়াই ভাল। সাধারণত খরগোশকে এমন খাবার দিতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার ও খনিজ তাদের শরীরে যায়। বিভিন্ন রকম শাকপাতা, গাজর, মুলো, সবুজ সব্জি খাওয়াতে পারেন খরগোশকে। আবার শস্যদানাও দেওয়া যেতে পারে। খরগোশ অসুস্থ হচ্ছে কি না খেয়াল রাখুন, কয়েকটি লক্ষণ খেয়াল রাখলেই বুঝতে পারবেন আপনার পোষ্য অসুস্থ হয়ে পড়ছে কি না। নজর রাখুন, পোষা খরগোশ ঝিমিয়ে পড়ছে কি না।

হার্ট সুস্থ রাখে কুমড়ার বীজ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : হার্ট সুস্থ রাখে কুমড়ার বীজ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বেশি বেশি শাকসবজি খেতে বলেন পুষ্টিবিদরা। কুমড়ায় ভিটামিন 'এ'র পরিমাণ অনেক থাকে, যা কি না দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং চোখের জন্যও ভালো। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডসম্পন্ন এই বীজ খাদ্যতালিকায় যুক্ত করলে পাবেন বেশ উপকার। * অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড়ের সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, জিংকের মতো উপাদান। কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে পেয়ে যাবেন এই উপাদানগুলো। বাতের সমস্যায় আরাম পেতেও খেতে পারেন এই বীজ। * রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পটাসিয়াম। এই উপাদান কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এতে থাকা ফাইবার রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তাই বলা যায়, কুমড়ার বীজ হার্টের জন্যও ভালো। * ট্রিপটোফ্যান নামক অ্যামিনো এসিডসম্পন্ন কুমড়ার বীজ দেহের অক্সিটোসিন হরমোন ক্ষরণে সহায়তা করে। পাশাপাশি মেলাটোনিন ও সেরোটোনিনও নিঃসৃত করে। যা মনের অবসাদ দূর করে শরীরকে তরতাজা করতে সাহায্য করে। আবার অনিদ্রার সমস্যা কাটানোর মতো উপাদান সেরাটোনিনও রয়েছে কুমড়ার বীজে।

* চুলের জন্যও বেশ উপকারী এই কুমড়ার বীজ। এতে বিদ্যমান ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, ভিটামিন এ, বি, কে, জিংক, সালফার, কিউকারবিটিন চুলের জন্য বেশ উপকারী।

শরীর চনমনে রাখতে চুমুক দিতে পারেন ৫ উষ্ণ পানীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীত আসেনি। তবে সকাল-রাতে হিমেল পরশ টের পাওয়া যাচ্ছে এখনই। দুপুরে রোদে বেশ গরম। আবার ভোরের দিকে শীত ভাব। দিন-রাতের তাপমাত্রার তারতম্যে ঘরে ঘরেই এখন জ্বর, সর্দি-কাশি। এমন মৌসুমে সকালে উঠে চুমুক দিতে পারেন ৫ উষ্ণ পানীয়। এগুলো ঝামেলা ছাড়াই বানানো যাবে। এতে শরীর যেমন গরম হবে, তেমনই ঠেকানো যাবে ছোটখাটো রোগ বা সংক্রমণ। গলা ব্যথা হোক বা খুকখুকে কাশি, কয়েক চুমুকেই মিলবে আরাম। আদা-লেবুর চা, আদা শরীর গরম করতে সাহায্য করে। এতে থাকে প্রদাহনাশক উপাদান। পাতিলেবুতে থাকে ভিটামিন সি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ভিটামিনটি। ফলে আদা ও পাতিলেবুর যুগলবন্দি এমন মৌসুমে হতে পারে আদর্শ। চা বললেও এতে চা পাতার ব্যবহার হয় না। ফুটন্ত জলে একটু আদা থেঁতো করে ফেলে দিতে হবে। আদার নির্যাস পানিতে মিশে গেলে, ছেঁকে নিয়ে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে চা। দুধ-হলুদ, ঈষদুষ্ণ দুধে হলুদ মিশিয়ে খাওয়ার চল বহু দিনের। মা-ঠাকুরমারা বলেন ঘরোয়া টোটকায় ব্যথা-বেদনা কমে, চাঙা হয় শরীর। তার কারণও আছে। হলুদে থাকে কারকিউমিন। এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কোলেস্টরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ভিটামিন, খনিজে ভরপুর দুধ সুষম খাবার হিসেবে গণ্য করা হয়। গরম দুধে একটু হলুদ মিশিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে পানীয়। মিষ্টি স্বাদ চাইলে মিশিয়ে নিতে পারেন এক চা-চামচ মধু। দারচিনি-মধুর জল, ওজন ঝরাতে, হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে দারচিনি। মশলা হিসাবেই হেঁশেলে এর ব্যবহার। দারচিনিতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। মধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শরীর গরম রাখতেও কার্যকর। পানিতে দারচিনি ফুটিয়ে ছেঁকে নিন। তার মধ্যে মধু মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে এ পানীয়। পুদিনা-তুলসীর পানি, পুদিনা ও তুলসীর পানি চুমুক দিলেও শরীরে তরতাজা ভাব আসবে। পুদিনা হজমে সাহায্য করে। তুলসীর হরেক গুণ।

কাশির যম লবঙ্গ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : কাশির যম লবঙ্গ, কাজ থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পিঠ ঠেকালে দু'চোখে ঘুম নেমে আসার কথা। কিন্তু কাশির ঠেলায় কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। কাশির ওষুধ খেলে ঘুম পায়। সকালে কাজে মন বসাতে পারেন না। ঘরোয়া টোটকা হিসেবে লবঙ্গ খান অনেকেই। এই মসলায় রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান। এছাড়া রয়েছে ভিটামিন ই, সি, এ, ডি, ফোলেট, রাইবোফ্ল্যাবিন, থায়ামিন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। সর্দিকাশি কমানো ছাড়াও লবঙ্গের আরও অনেক গুণ রয়েছে। তবে আয়ুর্বেদ বলছে, শুধু লবঙ্গ মুখে দিয়ে কাজ হবে না। তার পরেও বিশেষ এক নিয়ম মেনে চলতে হবে। কীভাবে খেতে হবে লবঙ্গ? বিছানায় পিঠ ঠেকালেই কাশির দাপট বাড়তে থাকে। তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মুখে মাত্র দু'টি লবঙ্গ রাখলেই কাজ হবে। তবে এখানেই শেষ নয়। এরপর এক কাপ ঈষদুষ্ণ পানি পান করতে হবে। রাতে দুধ খেতে সমস্যা না হলে তা-ও খাওয়া যেতে পারে।

কখন প্রোটিন খেলে বেশি উপকার পাবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রোটিন খাওয়ার জন্য দিনের সর্বোত্তম সময় স্বাস্থ্য, জীবনযাপন এবং দৈনিক সময়সূচীর উপর নির্ভর করে। পেশী মেরামত, হরমোন উৎপাদন এবং সামগ্রিক শক্তিতে প্রোটিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিকভাবে খাওয়া হলে প্রোটিন পেশী বৃদ্ধি, চর্বি হ্রাস এবং টেকসই শক্তি স্তরের মতো সুবিধা দিতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক কোন সময়গুলোতে প্রোটিন খেলে উপকার পাবেন- সকালে প্রোটিন, সকালের খাবারে প্রোটিন গ্রহণ করলে তা অনেকগুলো সুবিধা দিতে পারে। কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় প্রোটিন হজম হতে অনেক বেশি সময় নেয়, তাই এর শক্তি শরীরে স্থিরভাবে নির্গত হয়। প্রাতঃরাশের উচ্চ-প্রোটিন যুক্ত খাবার খেলে তা ক্ষুধাকে কমাতে পারে এবং রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা ওজন বজায় রাখতে বা ক্র্যাশিং এনার্জি এড়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ার্কআউটের আগে প্রোটিন খাওয়া, ব্যায়ামের আগে প্রোটিন যুক্ত খেলে তা অ্যামাইনো অ্যাসিড সরবরাহ করে যা তীব্র ব্যায়ামের সময় পেশী দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পেশী ভাঙন কমাতে পারে এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য শরীরকে প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বা পানীয় ব্যায়ামের এক থেকে দুই ঘণ্টা আগে খেলে তা পেশীর জন্য জ্বালানীর মিশ্রণ সরবরাহ এবং ওয়ার্কআউটের সময় শক্তি সরবরাহ করতে সহায়তা করতে পারে। ওয়ার্কআউটের পরে প্রোটিন, অনেক ফিটনেস বিশেষজ্ঞ ব্যায়াম-পরবর্তী প্রোটিন গ্রহণকে পেশী মেরামত এবং বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলে জোর দেন। ব্যায়ামের সময়, পেশীর ফাইবার মেরামত এবং তৈরি করতে প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য ওয়ার্কআউট-পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যে প্রোটিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

রাতের খাবারের সময় প্রোটিন, কারো কারো জন্য, শোবার আগে প্রোটিন খাওয়া, বিশেষ করে ধীর-হজমকারী প্রোটিন যেমন কেসিন (দুগ্ধে পাওয়া যায়) রাতারাতি পেশী পুনরুদ্ধারে উপকার করতে পারে। ঘুমের সময়, শরীর পেশী সহ টিস্যু মেরামত করে এবং রক্তপ্রবাহে প্রোটিন থাকা এই প্রাকৃতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটিকে সহায়তা।